দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

একতার বার্তা আইমা সুপ্রিমোর

অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের হলদিয়া পৌর সম্মেলন-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ৬ নভেম্বর রবিবার। সফলভাবে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব সহ জেলা নেতৃবৃন্দ। আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার জন্য এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিনি এক ভিডিও বার্তায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বিশেষ বার্তা দেন ভাইজান। হলদিয়া পৌর কমিটির ব্যবস্থাপনায় ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শোভারামপুর আইমা ইউনিটের সহযোগিতায় বিশাল এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

Vol:7 Issue:50 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১৫ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ১১ নভেম্বর ২০২২ ২৪ কার্ত্তিক ১৪২৯ শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

এক ঝলকে

পাগড়ি ধরে টান মহিলাদের

হিজাব বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল ইরান। বছর বাইশের মাহসার মৃত্যুই এই আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে। যা এখন দাবানলে পরিণত হয়েছে। আন্দোলনের ঢেউয়ের ধাক্কায় ইরান প্রশাসন। এবার আন্দোলনকারীদের এক নতুন উপায়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামিক ধর্মগুরুদের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে নেওয়ার পন্থাও নিচ্ছেন তাঁরা। আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধেই এই প্রতীকী প্রতিবাদ আন্দোলনকারীদের। বিস্তারিত ২-এর পাতায়

ভারতে হামলার ছক দাউদ ইব্রাহিমের

ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষা হচ্ছে ফের। এনআইএ এই সতর্কবার্তা আগেই করেছিল এনআইএ। এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে উঠে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। এবার সন্ত্রাসবাদী হামলার ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে নাম জড়াল দাউদ ইব্রাহিমের। তদন্তে প্রকাশ, পাকিস্তানের হাত ঘুরে টাকা আসছে মুম্বই ও সুরাটে। সম্প্রতি একটি চার্জশিট জমা দিয়েছে এনআইএ। সেই চার্জশিটে নাম রয়েছে দাউদ ইব্রাহিম থেকে শুরু করে তাঁর সহযোগী ছোটা শাকিল, মহম্মদ সালিম কুরেশি-সহ আরও দুই সদস্যের। বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

মঙ্গল গ্রহ থেকে বার্তা এল পৃথিবীতে

সুদূর মঙ্গল থেকে বার্তা এল পৃথিবীতে! বার্তা এল- সেই দিন এসে গিয়েছে, আমার এবার নীরব হওয়ার পালা। আমি এবার নীরব হব। মঙ্গল গ্রহে ইনসাইট ল্যান্ডার শ্বাস নিতে পারছে না। শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে ইনসাইট ল্যান্ডার। কারণ লাল গ্রহে তার আয়ু শেষ হতে চলেছে। তাই যাওয়ার আগে মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার থেকে এল বিদায়-বার্তা। নাসার মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার মহাকাশ যানটি দীর্ঘ সময় মঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঙ্গল থেকে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছে। বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

'ইউএফও' ভিড় জমাচ্ছে পৃথিবীতে

মহাকাশ থেকে 'ইউএফও' ভিড় জমাচ্ছে পৃথিবীর আকাশে। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে দেখা গিয়েছে ইউএফও। কিন্তু কোথা থেকে আসছে ওইসব অজানা বস্তু। তা জানতে নাসা বিজ্ঞানীদের নিয়ে গড়ল স্বাধীন দল। নাসার বিজ্ঞানীদের এই গোষ্ঠী তদন্ত করবে কোথা থেকে আসছে ইউএফও। তাতে কী-ই বা আছে। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান চলাচলের সময় পাইলটরা মহাশূন্য কিছু অজানা জিনিস উড়তে দেখেছিল। তা রিপোর্টও করেছিল বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু তেমনই কিছুই জানা যায়নি। নাসার নজর এড়ায়নি তা। বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

তুষারপাত। *হিমাচল প্রদেশের লাহৌল এবং স্পিতি জেলার কেলং-এ তুষারাবৃত হিমালয় পর্বতমালা।*

২ রাজ্যে ভোট, ২৬ নেতার দলত্যাগ
রক্তক্ষরণ থামছেই না কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিছুতেই রক্তক্ষরণ কমছে না কংগ্রেসের। গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা ভোটের মুখে এসে আবার দল বদলের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। দলে দলে কংগ্রেস ছাড়ছেন নেতারা। ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের। কিছুদিন আগেই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। কংগ্রেসের ধারণা ছিল দলিত নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে ভোটের আগে দলকে ডিভিডেন্ড দেবেন তিনি। কিন্তু যেভাবে কংগ্রেসে ভাঙন শুরু হয়েছে তাতে এই দুই বিধানসভার নির্বাচনে তারা কতটা ভালো ফল করবে, তা নিয়ে সংশয়ে আছেন খোদ কংগ্রেস নেতৃত্ব।

আজ বাদে কাল হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। গুজরাট ভোটও শিয়রে। এই মুহূর্তে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় ব্যস্ত আছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কিন্তু যেভাবে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের মেলা শুরু হয়েছে, তাতে রাহুলের 'ভারত জোড়ো যাত্রা' কতটা প্রভাব ফেলবে সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। সবথেকে বড় ব্যাপার, কংগ্রেসে ছন্নছাড়া শরীরটা আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। মল্লিকার্জুন খাড়্গে যতই কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হোন না কেন, কংগ্রেসের রাশ যে সেই গান্ধী পরিবারের হাতেই রয়েছে, এ কথা দলটির অতি বড় সমর্থকও স্বীকার করবেন।

গত মঙ্গলবার শুধু হিমাচল প্রদেশ থেকেই ২৬ জন কংগ্রেস নেতা দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ফলে ভোটের মুখে এতবড় ধাক্কা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে অশনি সংকেত বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এর প্রভাব ইভিএমে পড়বে বলেই মত তাঁদের।

অন্যদিকে গুজরাটের দশবারের বিধায়ক মোহনসিং রাথভাও কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছেন। প্রবীণ এই বিধায়কের দলত্যাগ ভোটের আগে গুজরাট কংগ্রেসকে যে ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছে, সে কথা হলফ করে বলাই যায়। মোহনসিং রাথভাও কংগ্রেসের কাছে নিজের ছেলের টিকিটের আবেদন করে না পাওয়ার জন্যই দলত্যাগ করলেন বলে অভিমত রাজনৈতিক মহলের। এরই পাশাপাশি গুজরাটের তালালা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আর এক প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ভাগাভাই বারাদ তাঁর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। যদিও তিনি এখনও কোনও দলে যোগ দেননি। তবে ভাগাভাই যে খুব শিগগির বিজেপিতে যোগ দেবেন তা একপ্রকার নিশ্চিত। এর পাশাপাশি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টিও কংগ্রেসের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। গুজরাতে আপ যে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়ে বিজেপির সুবিধা করে দেবে, তা যেমন সত্যি, তেমনই বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ার ফায়দা তোলাটাই এখন কংগ্রেসের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের ফাটল মেরামত করাই এখন কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্যতম কাজ।

গ্রামীণ বাংলায় নীরবে বাড়ছে সিপিএম
বাম-উত্থানে চাপে পদ্মশিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূলের জমানায় ৩৪ বছরের শাসকের ঘুম উড়েছিল। মাত্র ১০ বছরেই প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে শূন্যে পৌঁছে গিয়েছিল সিপিএম। কিন্তু দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পরই ঘুরে দাঁড়ানোর কাজ শুরু করে তারা। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে মাত্র এক বছরেই হারানো জমি পুনরুদ্ধারে তাঁরা প্রভূত সাফল্য পেতে শুরু করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

একুশের যুদ্ধে তৃণমূলের প্রধান চ্যালেঞ্জার হয়ে উঠেছিল বিজেপি। কিন্তু বিজেপিকে ধরাশায়ী করে তৃণমূল তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতা দখল করে। আর তারপর থেকেই বিজেপি পিছু হটতে শুরু করে বাংলায়। সম্প্রতি তৃণমূল নিয়োগ দুর্নীতিতে ব্যাকফুটে চলে যাওয়ার পর হারানো জমি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয় বাম ও বিজেপি উভয়েই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অলিখিত লড়াইয়ে বিজেপির থেকে অনেকটাই এগিয়ে বামেরা। প্রচারবিমুখ থেকেই গ্রামবাংলায় নীরবে বেড়ে চলেছে সিপিএম তথা বামেরা। লালঝান্ডার মিছিলে লোক বাড়ছে। ক্রমেই বিজেপিকে সরিয়ে বামেরা চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জার হয়ে উঠতে। বামেরা এ অভিযোগ করতেই পারে যে, বিজেপি যে প্রচার পাচ্ছে তার সিকিভাগও তারা পায় না। কিন্তু হালে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে বামপন্থীদের সমাবেশে জনসমাগম হচ্ছে।

আর বামপন্থীরা যখন নীরবে বাড়ছে, তখন বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ। বঙ্গ বিজেপি এখন নানা ভাগে বিভক্ত বলে অভিযোগ করেন বিরোধীরা। সুকান্ত বিজেপি, শুভেন্দু বিজেপি, দিলীপ বিজেপি, লকেট বিজেপি— এমন নানা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিজেপি তৃণমূলের দুর্বলতার ফায়দা তুলতে পারছে না। বরং বামেরা এই সুযোগে বাড়তে শুরু করেছে। তারা বোঝাতে সমর্থ হচ্ছে যে বিজেপি নয়, তৃণমূলের একমাত্র বিকল্প সিপিএম বা বামেরাই। কারণ হিসেবে বামেরা মানুষকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে, তৃণমূল বা বিজেপি এক। তৃণমূল ছেড়ে নেতারা বিজেপিতে আশ্রয় নেয় আবার বিজেপিতে কোন্দল হলে তৃণমূলে। একুশের

নির্বাচনে বিজেপি যে তৃণমূলের সেকেন্ড টিমে পরিণত হয়েছিল তা মানুষ দেখেছে। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধরাই ভিড় জমিয়েছিলেন তৃণমূলে। ফলে তৃণমূলের বাতিলদের দিয়ে যে পরিবর্তন সম্ভব নয় তা স্পষ্ট হয়ে যায় বাংলার মানুষের কাছে।

বামেরা যেভাবে বাড়ছে, তা চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে বিজেপির, আবার তা চিন্তার কারণ তৃণমূলেরও। অনুব্রতহীন বীরভূম জেলায় বামপন্থীরা বাড়ছে, বাড়ছে কলকাতা লাগোয়া হাওড়া জেলাতেও। সিপিএম বাড়ছে মুর্শিদাবাদ, এমনকী শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরেও। শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের অনেক জেলাতেও সিপিএম আবার মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিজেপি যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুল্লামখুল্লা আক্রমণ করছে, বামেরা সেই পথে না হেঁটে মেপে মেপে আক্রমণ করছে। তাছাড়া সিপিএম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে। আর তার ফলও পেতে শুরু করেছে। সিপিএম বুঝতে পেরেছে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করলেই হবে না। গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। জনসংযোগ বাড়াতে হবে। মানুষের মনে তাঁদের উপস্থিতি বাড়াতে হবে। তবেই মানুষ আবার বিশ্বাস করতে শুরু করবে সিপিএমকে। সম্প্রতি নন্দকুমারে সমবায় সমিতি নির্বাচনে যে সাফল্য এসেছে, তার নেপথ্যে রয়েছে বামপন্থীদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এর পর দুয়ের পাতায়

খসড়া ভোটার তালিকায় কমল ভোটার, নাখুশ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। কাকতালীয়ভাবে সেই তালিকায় এবার ভোটারের সংখ্যা কমে গেছে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের খসড়া ভোটার তালিকা তৈরির আগে গত সপ্তাহে একটি সর্বদলীয় বৈঠক করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বিরোধী দলগুলোর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে শোনেন। সেই বৈঠকে বিরোধীরা জানিয়েছিল বেশ কিছু ভুয়ো ভোটার তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। অবিলম্বে এইসব ভুয়ো ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। সাম্প্রতিক খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ পাবার পর বিরোধীদের দাবিতেই সিলমোহর পড়ল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ১৩

হাজার নাম বাদ যাওয়ায় নাখোশ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি, নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথা শুনে এই তালিকা তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন বলে দিয়েছেন, 'বিজেপি অনেক জায়গায় ৩০ শতাংশ ভোটারের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। আপনাদের নিজেদের দেখতে হবে আপনার নাম ভোটার তালিকায় আছে কিনা। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে কোনওরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে না। রেশন কার্ড থেকে নাম কেটে দেবে। ভোটার তালিকা থেকেও নাম কেটে দেবে।'

তবে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে তা জানানো যাবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে। চলতি বছরের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতি শনি ও রবিবার এই অভিযোগ জানানো যাবে নির্বাচন কমিশনের ৮টি বিশেষ শিবিরে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা তালিকা থেকে জানা গিয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা আগামী বছর রাজ্যের ভোটার সংখ্যা হবে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৩৩ জন। চলতি বছর এই সংখ্যাটা আছে ৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮১০। এক বছরে রাজ্যে ভোটারের সংখ্যা কমেছে প্রায় ১৩ হাজার।

এর পর দুয়ের পাতায়

তৃণমূলের তুরুপের তাস মুকুল!
হারানো ভোটব্যাঙ্ক ফেরাতে কৌশলী মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিয়োগ দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন বাংলা। সেই আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর থেকে প্রাক নির্বাচনী সভা শুরু করে দিয়েছেন। যখন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নদিয়ার একাধিক বিধায়কের নাম জড়িয়েছে, তখন সেই জেলা থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার-যাত্রা শুরুর পরিকল্পনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, আবার চ্যালেঞ্জেরও। শুধু নিয়োগ দুর্নীতি নয়, মমতার প্রাক নির্বাচনী সভা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মতুয়া ভোট এবং আসন্ন নির্বাচনের আগে মুকুল রায়কে গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারেও। মুকুল রায় সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছেন। নদিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর সার্কিট হাউসে গিয়েও দেখা করেছেন মুকুল রায়। স্বভাবতই মুকুল রায়কে নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, তাঁকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নদিয়া থেকে প্রাক নির্বাচনী সভা শুরু করছেন, সেই নদিয়ারই তিন

বিধায়কের নাম জড়িয়েছে নিয়োগ দুর্নীতিতে। সিবিআই বা ইডি যাঁকে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির কিং-পিন বলে অভিহিত করছেন, সেই মানিক ভট্টাচার্য নদিয়ারই পলাশিপাড়ার বিধায়ক। আবার চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণায় নাম জড়িয়েছে তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহার। আর দলীয় পদ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নদিয়ার করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়ের বিরুদ্ধে। ফলে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে একাধিক বিষয়ে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। নদিয়ার একাধিক নেতার দুর্নীতিতে নাম জড়ানোর পর এই জেলা থেকেই প্রচার শুরু করা চ্যালেঞ্জের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। আর তারপরই মুকুল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎপর্বে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের নীচুতলায় যে আন্ডার কারেন্ট চলছে, সেই ড্যামেজ কন্ট্রোলে মুকুল রায়কে তিনি ব্যবহার করতে পারেন।

উত্তর ২৪ পরগনার পাশাপাশি নদিয়া জেলায় মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোটারও বিস্তর। ফলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মতুয়া ভোটের লক্ষ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন আর মতুয়া ভোটব্যাঙ্ককে দলের ভোটবাক্সে ফেরাতে কী উদ্যোগ নেন বা মুকুল রায়কে সেই কাজে কীভাবে লাগান, তাঁর একটা রূপরেখা তৈরি করতে পারেন শীঘ্রই। মুকুল রায়ের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থা আজও অটুট আছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

রাত নামলেই ভূতের রাজ কলকাতা হাইকোর্টে!

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে সন্ধ্যা নামলেই ঘুরে বেড়ায় অশরীরী আত্মারা। ভূতের এহেন উপদ্রবের গল্প শোনা যায় মহাকরণ থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি-সহ বহু স্থানে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট নিয়ে এমন কথা আগে শোনা যায়নি। মঙ্গলবার এক মামলা চলাকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গেল সেই ভূতের গল্প।

কলকাতা হাইকোর্টের এমন ঘটনা শুনলে অনেকেই অবাক হবেন। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টেও যে রাত নামলে ওঁদের ঘোরাফেরা চাক্ষুশ করেছেন অনেকে ,সেই গল্প শোনা গেল এদিন। কলকাতার বহু হেরিটেজ বাড়ির মতো হাইকোর্টেও রাত নামলে ভূতের দেখা মেলে। এদিন খোদ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এজলাসে বসে শোনালেন সেই ভূতের কাহিনি। কিন্তু হঠাৎ কেন কলকাতা হাইকোর্টে ভূতের কাহিনি সামনে এল? কেনই বা তা উত্থাপন করলেন বিচারপতি স্বয়ং? মঙ্গলবার ২০১৪ সালের টেট-প্রার্থীদের মামলার শুনানির শেষে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদের আইনজীবীকে বলেন, সুপ্রিম কোর্ট যে ২৬৯ জন টেট-প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তাঁদের মামলাগুলি বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত শোনা যেতে পারে। তারপরই সামনে আসে ভূতের তত্ত্ব। বিচারপতির কথা শুনেই এক আইনজীবী বলে ওঠেন, সন্ধ্যের পর মামলা চলবে! কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের রাত মানেই তো ভয়ঙ্কর। অতৃপ্ত আত্মার আনাগোনা। তখন খোদ বিচারপতি বলেন, এ কথা অবশ্য ঠিক। এরপর তিনিই বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের ১১ নম্বর এজলাসের পাশে প্যাঁচানো সিঁড়িতে অশরীরী আত্মার উপস্থিতি রয়েছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বহুদিনের পুরনো সে কাহিনি। এই সিঁড়ির ভূতুড়ে গল্পের কথা আমিও জানি। তিনি জানান, কয়েক বছর আগে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

এজলাসে বসে গল্প শোনালেন বিচারপতি

এর পর দুয়ের পাতায়

দ্য ভয়েস অব ওয়ার্ল্ড

বাংলাদেশের কোষাগার শূন্য!

পদ্মাপারের আর্থিক সংকট নিয়ে আশঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি: কোভিড এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ -সহ আরও নানা কারণে বিশ্বের বেশ কিছু দেশে আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে। একই কারণে আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে বাংলাদেশও। বাংলাদেশ চরম আর্থিক দুরবস্থার মুখোমুখি— কার্যত একথা স্বীকার করে নিয়েছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও। সে দেশের সংসদে শরৎকালীন অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে এ কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। হাসিনা জানিয়েছেন, আর্থিক বিপর্যয় রয়েছে। এরই মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তাও করছে সরকার। তিনি বলেছেন, 'শুধুমাত্র আমাদের দেশই নয়, বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফল আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মূল্যবৃদ্ধি মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।' বাংলাদেশের এই আর্থিক পরিস্থিতির জন্য প্রকারান্তরে শেখ হাসিনার সরকারকেই দায়ী করেছে বিরোধী বিএনপি। বিএনপি সাংসদরা জানান, দেশের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী সরকারই। এ অবস্থায় আইএমএফ থেকে ঋণ নেওয়া আরও বিপজ্জনক হবে। বিএনপির আরও অভিযোগ, গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার পাচার করা হয়েছে এবং এই পাচারে শাসকদল আওয়ামি লিগ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকেছে। অন্য একটি বিরোধী দলের দাবি, দেশের সংকট মোকাবিলার রাস্তা না খুঁজে আওয়ামি লিগ ও বিএনপি ক্ষমতা দখলের লড়াইতে নেমে পড়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দেশের সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্ন। সরকার মানুষের চাহিদা পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তবুও সরকারকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, আর যা-ই হোক, বাংলাদেশের পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কার মতো হবে না।

নেপালে তীব্র ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ ঘরবাড়ি। প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাণের সন্ধানে নেমেছে উদ্ধারকারী দল।

বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম রক্তদানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু ব্রিটেনে

লন্ডন: রক্তের আকাল ঠেকাতে এ-বার ল্যাবেই তৈরি করা হচ্ছে রক্ত। আর তা মানুষের শরীরে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করানো হয়েছে। আর এটাই বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম রক্তদানের ক্লিনিকাল ট্রায়াল। এমনটাই দাবি করেছেন ব্রিটেনের গবেষকরা। খুবই স্বল্প পরিমাণে, আরও সহজভাবে বলতে গেলে মাত্র দুই চামচ রক্ত নিয়েই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। আর মানুষের দেহে ল্যাবে তৈরি রক্ত সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, সেটা পরীক্ষা করতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আসলে রক্তদানের উপরেই সাধারণত নির্ভর করে থাকতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় অথচ বিরল ব্লাড গ্রুপের রক্ত সব সময় সব ক্ষেত্রে পাওয়াটা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। সেই সমস্যা যাতে না-হয়, তার জন্যই ল্যাবে বানানো হচ্ছে রক্ত। শুধু তা-ই নয়, এটা তাঁদের জন্যও খুবই জরুরি একটা বিষয়, যাঁদের সব সময় রক্তদানের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সিকল সেল অ্যানিমিয়া রোগীদের কথাই। যদি রক্ত না-মেলে, তা-হলে দেহ সেই রক্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং চিকিৎসাও বিফলে যায়। অতি পরিচিত এ, বি, এবি এবং ও ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে ততটাও সমস্যা হয় না। কিন্তু কিছু বিরল ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে সমস্যা গুরুতর। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অ্যাশলে টোয়ে জানিয়েছেন যে, কয়েকটি রক্তের গ্রুপ ভীষণই বিরল। হয়তো দেশে এই গ্রুপের রক্তদানে সক্ষম মাত্র ১০ জন মানুষ। বিরলতম ব্লাড গ্রুপের মধ্যে অন্যতম বম্বে ব্লাড গ্রুপ। যা সর্বপ্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিল আমাদের দেশেই। এই শ্রেণির রক্ত গোটা ব্রিটেনের স্টকে রয়েছে মাত্র তিন ইউনিট।

এই গবেষণা প্রকল্পে যোগ দিয়েছে ব্রিস্টল, কেমব্রিজ, লন্ডন এবং এনএইচএস ব্লাড অ্যান্ড ট্রান্সপ্ল্যান্টের বিভিন্ন গবেষক দল। মূলত এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল দেহের লোহিত রক্তকণিকাগুলি, যা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সরবরাহ করে গোটা দেহে। কীভাবে তা কাজ করে? সাধারণ রক্তদানের মাধ্যমেই বিষয়টা শুরু হয়। যার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪৭০ মিলিলিটার। এর পর লোহিত রক্তকণিকা হয়ে উঠতে সক্ষম, এমন নমনীয় স্টেম সেল খুঁজে বার করতে ব্যবহার করা হয় ম্যাগনেটিক বিডস। আর ল্যাবে এই ধরনের স্টেম সেল বাড়ানো হয়ে থাকে। এবার সেই স্টেম সেল থেকেই লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে প্রায় তিন সপ্তাহ। প্রাথমিক ভাবে আধ মিলিয়ন স্টেম সেল থেকে তৈরি করা হয় প্রায় ৫০ বিলিয়ন লোহিত রক্ত কণিকা। ইতিমধ্যেই প্রথম দুজন ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশ্য ১০ জন সুস্থ ভলান্টিয়ারের উপরে এই ল্যাবে উৎপন্ন রক্ত পরীক্ষা করার কথা ভাবছে ওই গবেষক দলটি। এ-ক্ষেত্রে দু বার চার মাস অন্তর ৫-১০ মিলিলিটার রক্ত দেওয়া হবে এই ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারীদের। এক বার দেওয়া হবে সাধারণ রক্ত, আর দ্বিতীয় বার দেওয়া হবে ল্যাবে তৈরি রক্ত।

ভিক্টোরিয়া লেকে ডুবে গেল উড়োজাহাজ

তানজানিয়া

তানজানিয়া: তানজানিয়ায় যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ হ্রদে পড়ে অন্তত ১৯ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির উত্তর, পশ্চিমাঞ্চলের শহর বুকোবায় অবতরণের সময় ৪৩ জন আরোহী নিয়ে উড়োজাহাজটি ভিক্টোরিয়া হ্রদে পড়ে গিয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ২৬ আরোহীকে জীবিত উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

উড়োজাহাজ এসে নেমে পড়েছিল লেকের জলে! ২৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। জানা গিয়েছিল, বাজে আবহাওয়ার জন্য এরকম ঘটেছিল। বৃষ্টিপাত চলছিল সেখানে। রিজিওনাল পুলিশ কম্যান্ডার উইলিয়াম ম্যামপাঘেল বলেছিলেন, আবহাওয়ার জন্য এই দুর্ঘটনা। তবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই। ঘটনার আকস্মিকতায় অবশ্য সাময়িক বিহ্বল ছিল সব মহলই। তবে দ্রুত সব কিছু নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছিল। রিজিওনাল পুলিশ কম্যান্ডার উইলিয়াম ম্যামপাঘেল বলেছিলেন, বহু মানুষকেই নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জানা গিয়েছে, উড়োজাহাজটিতে ছিলেন ৩৯ জন যাত্রী, দুজন পাইলট, দুজন কেবিন ক্রিউ। উইলিয়াম ম্যামপাঘেল বলেছিলেন, ২৬ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। স্থানীয় জেলেরা প্রথম দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তাঁরা দেখেন, উড়োজাহাজের বেশিরভাগ অংশ জলে ডুবে গিয়েছিল। এ সময়ে একজন ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট উড়োজাহাজের পেছনের দরজাটি খুলে দেন। এরপরই তাঁরা ভেতরে ঢুকে জীবিত ব্যক্তিদের উদ্ধার শুরু করেন। দেশটির জরুরি পরিষেবা বিভাগের কর্মীরা দড়ি দিয়ে বেঁধে উড়োজাহাজটিকে হ্রদের তীরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এর পরেই উড়োজাহাজটির কিছু অংশ ভেসে উঠতে দেখা যায়।

মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকেই ছুটে আসছে চিনা রকেট

তিয়াংগং: পৃথিবী অভিমুখেই ছুটে আসছে চিনা রকেট। তা কোথায় আঘাত হানবে, তা নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা। ২৩ টনেরও বেশি সুবিশাল চিনা রকেট যেখানে পড়বে, সেখানকার জন্যই বড় বিপদ অপেক্ষা করে আছে। চিনের মেংটিয়ান মডিউলটি লং মার্চ ৫বি-কে নিয়ে গিয়েছিল মহাকাশে। মহাকাশ স্টেশনের তৃতীয় মডিউল চালু এবং ডক করার কয়েকদিন পরেই তা পৃথিবীতে ফিরে আসছে। চিনের মহাকাশ গবেষকরা এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারেনি কোথায় পড়বে ওই রকেটটি। চায়না ম্যানড স্পেস এজেন্সি উড়ন্ত পরীক্ষাগারের সমাপ্তির পর ফিরে আসছে পৃথিবী অভিমুখেই। এখন দেখার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, নাকি পৃথিবীর কিছু অংশে তা প্রবেশ করে বিপর্যয় ঘটায়। গবেষকরা চেষ্টা করছে এই রকেট যাতে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছনোর আগেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই চিনা রকেটের জন্য পৃথিবীর একাংশে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। মানুষ তাই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে লং মার্চ ৫বি-র প্রথম মডিউল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পুনঃপ্রবেশ করেছিল। চিনা মহাকাশ স্টেশনের তিনটি মডিউলের মধ্যে দ্বিতীয়টি ওয়েন্টিয়ানের সঙ্গে রকেটটি মহাকাশে পাঠানোর প্রায় ৬ দিন পরে পুনরায় প্রবেশের ঘটনা ঘটে। চিন তৃতীয় মডিউলটি নিয়ে কোনও তথ্য দেয়নি এখনও।

বেশিরভাগ রকেটই বায়ুমণ্ডলে পুড়ে যায়। তবে বুস্টার এবং লঞ্চারগুলির অবশিষ্টাংশ মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশে পাওয়া গিয়েছে। অতীতে পশ্চিম এশীয় দেশগুলি চিনকে অভিযুক্ত করছে এ জন্য। পুনরায় প্রবেশের পথ বা ধ্বংসাবশেষের মূল্যায়ন সম্পর্কে কখনও তথ্য জানায়নি চিন। নাসার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের পর তিয়াংগং হবে পৃথিবীর লোয়ার কক্ষপথ। তিয়ান, ওয়েন্টিয়ান ও মেংটিয়ান ল্যাব মডিউলগুলি চিনা মহাকাশ স্টেশনে টি আকৃতির কাঠামো তৈরি করবে।

ধর্মগুরুদের পাগড়ি টেনে খুলে দিচ্ছেন প্রতিবাদীরা, ইরানের আন্দোলনে নয়া দৃশ্য

ইরান: হিজাব বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল ইরান। বছর বাইশের মাহসার মৃত্যুই এই আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে। যা এখন দাবানলে পরিণত হয়েছে। আন্দোলনের ঢেউয়ের ধাক্কায় ইরান প্রশাসন। এবার আন্দোলনকারীদের এক নতুন উপায়ে প্রতিবাদ করতে দেখা যাচ্ছে। ইসলামিক ধর্মগুরুদের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে নেওয়ার পন্থাও নিচ্ছেন তাঁরা। আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধেই এই প্রতীকী প্রতিবাদ আন্দোলনকারীদের।

ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে এই ধরনের কীর্তির ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীরা ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন ওই ধর্মগুরুদের উপরে। এবং তাঁদের মাথা থেকে পাগড়ি ছিনিয়ে নিচ্ছেন। তারপর কাউকে কাউকে ছুটে পালাতে দেখা গেলেও অনেকেই এমন ভাব করছেন যেন কিছুই করেননি। স্রেফ পাগড়িটি ফেলে দিয়ে অম্লানচিত্তে সেখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রসঙ্গত, বছর বাইশের মাহসা আমিনিকে নীতি পুলিশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, পুলিশ ভ্যানে তোলার সময় বেধড়ক মারধর করা হয় তাঁকে। তাতেই অসুস্থ হন তিনি। যদিও পুলিশের দাবি ওই তরুণীকে মারধর করা হয়নি। গ্রেপ্তারের পরে অসুস্থ হন তিনি। আক্রান্ত হন হৃদরোগে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে মাহসার মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয় আন্দোলন। রাজপথে নেমে আসে কাতারে কাতারে মানুষ।

হিজাব পুড়িয়ে, চুল কেটে ইসলামের নামে মহিলাদের শিকলবন্দি করার প্রতিবাদ করা শুরু হয়। কেবল মহিলারাই নন, প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন পুরুষরাও। যদিও দেশজুড়ে প্রবল বিক্ষোভ, আন্দোলনের পরেও থামছে না ইরান সরকার। বিক্ষোভকারীদের থামানোর জন্য আরও কড়া হচ্ছে সে দেশের সরকার। কিন্তু তাতেও যে আন্দোলনের আঁচ কমার এতটুকু চিহ্ন নেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রতিনিয়তই। মাহসার মৃত্যুই কি ইরানে মোল্লাতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক? আপাতত সেই প্রশ্নের উত্তর সময়ের গর্ভে।

বিবিধ

বাংলায় নীরবে বাড়ছে সিপিএম

প্রথম পাতার পর

সিপিএমের কথায়, তাঁদের জয়কে তৃণমূল নানাভাবে অপব্যাখ্যা করছে। কিন্তু আসল কথা হল, তৃণমূল গ্রামবাংলায় জনবিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। এর কারণ তৃণমূল পঞ্চায়েত স্তরে যেসব নেতাকে লালন করছে, তারা সবাই কিছু না কিছু দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ফলে তৃণমূল সাধারণ মানুষের চোখে ছোটো হয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলে যে শূন্যস্থান তৈরি হচ্ছে, সেখানে ঢুকে পড়ছে সিপিএম। সিপিএম সম্প্রতি যে কর্মসূচি শুরু করেছে, তার ফল পেতে শুরু করেছে। সিপিএম কর্মসূচি নিয়েছে-'গ্রাম বাংলায় ঘরে ঘরে, লাল ঝান্ডা নভেম্বরে'। এই মর্মে জেলায় জেলায় মিছিল হচ্ছে। 'নজরে পঞ্চায়েত' কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় শাসক নেতাদের দুর্নীতিও প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সিপিএম। তারপর 'চোর ধরো জেলে ভরো' কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। বিজেপি আন্দোলনের তীব্রতাকে এই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তারা বিক্ষিপ্ত আন্দোলন করেছে। বেশিরভাগটাই সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর। কিন্তু সিপিএম মাঠে-ময়দানে নেমে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে একটা মাত্রায় পৌঁছে দিতে পেরেছে। তারই ফলে বাড়ছে সিপিএম। লাল ঝান্ডার আনাগোনা ফের শুরু হয়েছে বাংলায়।

বিমানে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মহিলাকে জায়গা দিতে সরাতে হল ছয় আসন

ইস্তাম্বুল: এক যুবতী বিমানে চড়ছেন, তার জন্য উড়ান সংস্থাকে সরিয়ে দিতে হল ইকোনমিক ক্লাসের ছয়টি আসন! আসলে তিনি তো আর পাঁচজন ২৫ বছরের যুবতীর মতো নন, তিনি হলেন 'বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মহিলা'। জীবনে প্রথমবার তিনি কোনও বিমানে চড়লেন। আর তার জন্যই টার্কি এয়ারলাইন্সকে নিতে হল অভিনব ব্যবস্থা। তুরস্কের বাসিন্দা, ২৫ বছরের রুমেইসা গেলগির উচ্চতা ৭ ফুট! 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে' তাঁকে সবথেকে লম্বা মহিলার স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্প্রতি, তুরস্কের জাতীয় উড়ান সংস্থার একটি বিমানে তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে গিয়েছেন। আর এই ১৩ ঘণ্টার যাত্রার জন্য, টার্কি এয়ারলাইন্স তাঁকে বিমানে জায়গা করে দিতে, ইকোনমিক ক্লাসের ছয়টি আসনকে একটি স্ট্রেচারে পরিণত করেছিল। তাতে শুয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁকে সামনে পেয়ে বহু যাত্রী এবং ক্রু সদস্যকে তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে দেখা গিয়েছে। শুয়ে শুয়েই তিনি বিমানের সকল পরিষেবা উপভোগ করেছেন।

আসলে, বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মহিলা হলেও, রুমেইসা হাঁটতে পারেন না। সাধারণত তাঁকে হুইলচেয়ার ব্যবহার করতে হয়। কারণ তিনি 'ওয়েভার সিনড্রোম' রয়েছে। এটি একটি বিরল জেনেটিক ব্যাধি, যা মানুষের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায়। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে রুমেইসা তাঁর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, ''শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই যাত্রা একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট ছিল। এটি ছিল আমার প্রথম বিমান যাত্রা। তবে অবশ্যই এটা শেষ নয়। যারা আমার যাত্রার সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ। রুমেইসা গেলগিস ওয়্যার শিল্পে কাজ করেন। তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে তাঁর কাজ-কারবার। কেরিয়ারকে পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যেতেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এর কিছু দায়িত্বও আছে। আগামী ছয় মাস তিনি মার্কিন মুলুকেই থাকবেন। রুমেইসা জানিয়েছেন, এর আগে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি কখনও এতটা উত্তেজিত ছিলেন না।

মুকুল নন, খেলা ঘুরিয়ে মহুয়াতেই আস্থা মমতার

পঞ্চায়েতের জন্য সমন্বয় কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন পঞ্চায়েতে মুকুল রায়কে তুরুপের তাস করতে পারেন বলে, প্রাথমিকভাবে মনে করেছিল রাজনৈতিক মহল। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট তেমনটাই ইঙ্গিত করেছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়ার কৃষ্ণনগরের জনসভায় মহুয়া মৈত্রকে মাথায় রেখেই সমন্বয় কমিটি গড়ে সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন। এখনই মুকুল রায়কে তিনি নেতৃত্বে আনছেন না। মুকুল রায় থাকছেন সমন্বয় কমিটিতে। কিন্তু সদস্য হিসেবে অন্যান্য বিধায়কদের মতোই তিনি স্থান পাচ্ছেন কমিটিতে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূলে ভাবমূর্তি ফেরাতে মহুয়ার উপরই ভরসা রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯ বা ২০২১ একা হাতে এই জেলা সামলেছেন মহুয়া। তাই তাঁর উপর ভরসা হারাচ্ছেন না তৃণমূল সুপ্রিমো।

নদিয়া জেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল আজকের নয়। সাংসদের সঙ্গে বিধায়কের লড়াই রয়েছে অনেক আগে থেকেই। বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়ের সঙ্গে সাংসদ মহুয়া মৈত্রের যেমন লড়াই রয়েছে, তেমনই লড়াই রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী রত্না কর ঘোষের সঙ্গে প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর সিংহ ও তাঁর পুত্র শুভঙ্কর সিংহের। এছাড়াও অন্তর্কলহে দীর্ণ তৃণমূল। এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মরিয়া চিত্রের বদল ঘটাতে। তিনি সোজা কথা জানিয়েছেন, প্রচারে অগ্রাধিকার দিতে হবে উন্নয়ন। কোনও ঝগড়াঝাটি তিনি বরদাস্ত করবেন না। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মিটিয়ে কাজ করতে হবে।

আর এই সমন্বয়ের দায়িত্ব তিনি দিয়েছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে। মনে করা হয়েছিল মুকুল রায় এই কাজে আদর্শ ব্যক্তি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহুয়ার উপরই ভরসা রাখছেন। সম্প্রতি নানা বিতর্কে জড়িয়েছিলেন মহুয়া। মা কালী বিতর্ক থেকে শুরু মূল্যবান হাত ব্যাগ-সহ নানা ইস্যুতে সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। কিছুদিন তাঁকে রিজার্ভ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও, ফের সেখান থেকে মাঠে নামিয়ে একেবারে অধিনায়িকা বানিয়ে দিলেন মমতা। সমন্বয় কমিটির ব্যাটন তিনি তুলে দিলেন মহুয়ার হাতেই। এদিন বৈঠকে তিনি একটিবারের জন্যও মুকুল রায়ের নাম করেননি। অথচ মুকুল রায় ছিলেন মঞ্চে। মুকুল রায় সার্কিট হাউসে গিয়ে দেখা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সম্প্রতি কালীঘাটে গিয়েও দেখা করেন মুকুল রায়। তারপর উত্তর ২৪ পরগনার তৃণমূল নেতারা মুকুল রায়ের সঙ্গে বৈঠকও করেন। তখন থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল আসন্ন পঞ্চায়েতেই কোনও বড় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে মুকুল রায়কে।

অবশ্য নদিয়ায় তিনি কোনও দায়িত্ব পাননি বলে তিনি যে পরবর্তী সময়ে পাবেন না, তা নয়। এমনও হতে পারে মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক ফিরিয়ে আনতে মুকুল রায়কে কোনও গুরুদায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। বা পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য সার্বিক কোনও দায়িত্বও মুকুল রায়ের কাঁধে উঠতে পারে। এখন দেখার পঞ্চায়েত নির্বাচনের লক্ষ্যে কাকে কী দায়িত্ব দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খসড়া ভোটার তালিকায় কমল ভোটার, নাখুশ তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

ভোটার তালিকা সংশোধনের পর এই পরিসংখ্যান কার্যত নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করেছেন রাজনীতির কারবারিরা। এর পাশাপাশি রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৫৭ জন নতুন ভোটার তাঁদের নাম নথিভুক্ত করেছেন ভোট তোলার জন্য। উল্টো দিকে তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৪৩৪ জনের।

ভোটারের সংখ্যা কমে যাওয়ায় রাজ্যের শাসক শিবির যেমন অখুশি, তেমনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, বাদ যাওয়া যত ভুয়ো ভোটার তার সবই শাসকদলের। বিগত নির্বাচনগুলোতে এইসব ভুয়ো ভোটারদের কাজে লাগিয়ে শাসকদল তাদের ভোটের মার্জিন বাড়িয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে তা হবার নয়, সেটা বুঝেই এখন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূল নেতৃত্ব, একযোগে এমন অভিযোগ করেছেন বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেস নেতারা।

রাত নামলেই ভূতের রাজ হাইকোর্টে!

প্রথম পাতার পর

একদিন রাতে কলকাতা হাইকোর্টের এক নিরাপত্তাকর্মী বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসে জানান, প্যাঁচানো সিঁড়িটি দিয়ে নামার সময়ে তাঁকে কেউ পিছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। সেই কেউ আর অন্য কেউ নন, তিনি যে অশরীরী আত্মার কথাই বলছেন তাও জানান। এমনকী তিনি ভূতের কাণ্ডকারখানা আগেও দেখেছেন বলে জানান পুলিশকর্মী। তারপর থেকেই সিঁড়ির ওই পথ রাত নামার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকী সেখানে পুলিশকর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়। তবে কলকাতা হাইকোর্টের শুধু ওই প্যাঁচানো সিঁড়িতেই অশরীরীর আনাগোনা দেখা গিয়েছে। অন্যত্র নয়।

স্বয়ং বিচারপতির মুখ থেকে এই গল্প শোনার পর শোরগোল পড়ে গিয়েছে হাইকোর্ট চত্বরে। কলকাতায় হাইকোর্টের অলিন্দে তেমন শোনা যায় না এই গল্প। মহাকরণ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, হেস্টিংস হাউসের পর আরও একটি হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে এমন ঘটনা শোনা গেল। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এজলাসে বসে তা শোনানোর পর বেশ চর্চা শুরু হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভূতুড়ে কাণ্ড কারখানা নিয়ে।

তৃণমূলের তুরুপের তাস মুকুল!

প্রথম পাতার পর

মুকুল রায়ের সংগঠনিক দক্ষতা নিয়েও কারও কোনও মতভেদ থাকতে পারে না। সেই কারণেই মুকুল রায় বিজেপিতে যাওয়ার পরই বিজেপির রমরমা শুরু হয়েছিল বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তারপর ২০২১-এ ভোটে জিতে তিনি ফের পুরনো ঘরে ফিরে আসেন। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় মুকুল রায় এতদিন সক্রিয় হতে পারেননি তৃণমূলে। এখন সেইসব প্রতিকূলতা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। ফলে তাঁকে সক্রিয় করে আসন্ন

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফায়দা তুলতে পারেন মমতা। সেইমতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন হয়ে মুকুল রায় নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একাংশে তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন। মমতা মুকুল রায়কে দায়িত্ব দিতে পারেন নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের জন্য। সেই আবহ তৈরি হয়েছে নদিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পরই। এখন দেখার মুকুল রায়কে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী পরিকল্পনা করেন। তার পাশাপাশি বিজেপির সিএএ-জাল কেটে মতুয়া ভোট ফেরাতে তিনি কী উদ্যোগ নেন, সেদিকেও তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

হলদিয়া পৌর সম্মেলনে একতার বার্তা আইমা সুপ্রিমো রুহুল আমিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের হলদিয়া পৌর সম্মেলন-২০২২ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ৬ নভেম্বর রবিবার। সফলভাবে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব সহ জেলা নেতৃবৃন্দ। আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার জন্য এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তিনি এক ভিডিও বার্তায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বিশেষ বার্তা দেন ভাইজান।

হলদিয়া পৌর কমিটির ব্যবস্থাপনায় ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত শোভারামপুর আইমা ইউনিটের সহযোগিতায় বিশাল এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। হলদিয়া পৌরসভার ২৯টি ওয়ার্ড থেকে আইমার ৫০০ জন আমন্ত্রিত সদস্যকে নিয়ে এই সম্মেলনের সূচনা করেন সংলগ্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ। আইমার আমন্ত্রিত সদস্যদের পাশাপাশি এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সম্মানীয় অতিথিবর্গ। অনুষ্ঠানের সভাপতির স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে এদিনের সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। এরপর প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধিত করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডের নেতৃত্ব তাঁদের ওয়ার্ডের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন এদিনের সম্মেলনের মঞ্চে।

অনুষ্ঠানের সূচি অনুযায়ী গত দু'বছরের কাজের সমীক্ষার ভিত্তিতে সংগঠনের কর্মীদের মানপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া ওয়ার্ডভিত্তিক কাজের সমীক্ষা অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী ওয়ার্ডকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের সম্মেলন থেকে সংগঠনের বিভিন্ন ইউনিটের প্রাক্তন সম্পাদক ও সভাপতিকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের হাতে স্মারক হিসাবে তুলে দেওয়া হয় একটি করে মানপত্র, যা বিদায় সংবর্ধনার মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন নেতৃত্ব। হলদিয়া পৌর নির্বাচন এবং রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমার ভূমিকা কী হবে, সে বিষয়েও আলোচনা করেন তাঁরা। সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান ভার্চুয়াল বক্তব্যের মাধ্যমে বলেন, ''দীর্ঘ এক যুগ ধরে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আইমাকে। রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের মুসলমানদের ওপর বারবার কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করেছে। ফলে মুসলমানরা আজ পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে।''

আল্লাহপাক বলেছেন, তিনি সেই জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে। তাই রাজনৈতিক নেতাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। মুসলমানদের উচিত তাদের নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া, অভিমত আইমা সুপ্রিমোর। পথ চলার দিন থেকেই বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে আসছে আইমা। যখন যে শাসক, তারা ভয় পেয়েছে আইমাকে। ফলে সরাসরি না হলেও, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের দিয়েই, এমনকী আইমার লোকদের দিয়েও সংগঠনের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে তারা। সেই ধারা এখনও বর্তমান। মনে করিয়ে দিয়েছেন রুহুল আমিন সাহেব। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, টিকে থাকতে গেলে শত্রুর কূটনীতি, চাল, ভাবনাগুলোকে বুঝতে হবে। নাহলে ধ্বংস হতে সময় লাগবে না।

আইমা সম্পাদক আরও বলেন, আবেগপ্রবণ নয়, বিবেকবান হয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি তাঁর হুঁশিয়ারি, যারা শাসকদলের তাঁবেদারি করে তাদের জন্য আইমাতে কোনও জায়গা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস আইমাকে আটকানোর জন্য যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে তা থেকে কর্মীদের সাবধান থাকার বার্তা দেন তিনি।

কুরবানি বা ত্যাগ ছাড়া কোনও সংগঠন দাঁড়াতে পারে না। তাই আইমা করতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তার সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের মানুষদের বেশি বেশি করে আইমা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে বলে ওই ভিডিও বার্তায় জানান ভাইজান। আগামী দিনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইমা পথ চলার পরিকল্পনা নিয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর আরও সংযোজন, সংগঠনে যুবকদের বেশি করে দায়িত্ব দিতে হবে। সবাইকে একতাবদ্ধ থাকার আহ্বান করে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ভার্চুয়াল বক্তব্য শেষ করেন আইমা সুপ্রিমো। এদিনের এই মহতী কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন আইমার রাজ্য যুব সম্পাদক হাজি আবদুল মাজেদ সাহেব। এছাড়াও ছিলেন সংগঠনের হলদিয়া ব্লকের যুবনেতা সেখ আবদুল সেলিম, হাফিজুল রহমান, সেখ আফতাব উদ্দিন, আমিনুর সাহা, আবদুল মান্নান, গোলাম রসুল, হাজি আবদুস সাত্তার, কাজি ইব্রাহিম, জিতি মহাশয়, সেখ আবদুল রফিক (রকি) সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে আবার আইমাতে যোগদান করলেন ৪০ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের জনপ্রিয়তা। প্রায় প্রতিদিনই আইমার ছাতার নীচে এসে জমায়েত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। হিন্দু-মুসলিম ভেদ নেই সেখানে। কারণ, আইমা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন। ফলে তার উদারতার কারণে আইমাতে নাম লেখাচ্ছেন মানুষ। তৈরি হচ্ছে সংগঠনের একাধিক ইউনিট। পাশাপাশি টোটো বা ইঞ্জিনভ্যান চালকদের নিয়ে ইউনিয়ন গঠন করে চমক দিচ্ছেন আইমা নেতৃত্ব। এবার সংগঠনের তেমনই একটি ইউনিয়ন গঠিত হল মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত গেঁওখালি খানকাহ শরিফ সংলগ্ন অঞ্চলে। গেঁওখালি লঞ্চঘাট টোটো ইউনিয়ন গঠনের পাশাপাশি এদিন আইমার সদস্যপদ গ্রহণ করেন ৪০ জন সাধারণ মানুষ। নতুন সদস্যদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। তাঁদেরকে বরণ করে নেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এই মহতী কর্মকাণ্ডে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা আইমার সদস্য সেখ সাইফুদ্দিন, সেখ আশেকুর রহমান, আইমার সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য সাদ্দাম আলি খান, সংগঠনের জনপ্রিয় যুব নেতৃত্ব মহম্মদ হোসেন, ওই অঞ্চলের টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক সুখেন্দু দাস, কোষাধ্যক্ষ মোরশেদ খান, সেখ হাসিবুল, সেখ ফারহাদ এবং সুকদেব ছাড়াও অনান্য নেতৃবৃন্দ।

নতুন ৪০ জন সদস্য জানিয়েছেন, তাঁরা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে আইমা সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে মানুষের হয়ে কাজ জন্য তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়তে চান বলে আশা ব্যক্ত করেছেন। একইসঙ্গে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা।

দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য শিখরচণ্ডী আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার ভিন রাজ্যে দুঃস্থ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। ওড়িশায় অনেকদিন আগেই সংগঠনকে পোক্ত করেছেন আইমার কর্মীরা। নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন সেখানকার কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি ওই রাজ্যের একাধিক জায়গায় ইউনিট গঠিত হয়েছে আইমার। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে সমাজ সেবার কাজ। আইমার ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এবার সেই ধারাতেই নতুনভাবে সংযোজিত হল আর্থিক সহায়তার বিষয়টি। ওড়িশার শিখরচণ্ডী আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে এক দুঃস্থ পরিবারের কন্যার বিয়ে উপলক্ষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হল। আইমার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে অত্যন্ত খুশি অসহায় ওই পরিবারটি। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন শিখরচণ্ডী আইমা ইউনিটের নেতৃত্বকে। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি।

অসহায় রোগীর সাহায্যে এগিয়ে এল বাড় শিউড়ি আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোনও অসহায় মুমূর্ষু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আর আইমার সদস্যদের কানে সে খবর পৌঁছেছে, অথচ আইমা নেতৃত্ব স্থির হয়ে বসে আছেন, এমনটা কখনওই হয়নি। কারণ, দরিদ্র-অসহায় মানুষদের

পাশে সবসময় দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত আইমার কর্মীরা। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ অবদানের কথা ছড়িয়ে পড়েছে লোকমুখে। আইমা নেতৃত্বেরর কাছে খবর আসার পর তাঁদের দানের হাত থেকে বঞ্চিত হননি কোনও দুঃস্থ রোগী বা রোগিনী। কর্মী ও নেতারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়েছেন এই অসহায় মানুষটির কাছে। সেই ধারাকে বজায় রেখেই এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা ব্লকের ডঙ্গলসা গ্রামের সেখ শাহবুদ্দিনের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন আইমা নেতৃত্ব। অসহায় ওই মানুষটির দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে শারীরিকভাবে চূড়ান্ত অসুস্থ তিনি। তাঁর দিন কাটছে একরকম অসহায় অবস্থায়। আইমা নেতৃত্বের কানে এই খবর যাওয়া মাত্রই তাঁরা হাজির হয়ে যান সেখ শাহবুদ্দিনের কাছে। সংগঠনের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের অন্তর্গত কাক্ষর্দা-৫ নম্বর অঞ্চলের শিউড়ির বাড় শিউড়ি আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে অর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হল। এভাবেই আইমা নিয়োজিত আছে জাতির সেবায়।সংগঠনের এই উদারতার জন্যই দিকে দিকে জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে তার। অদূর ভবিষ্যতে আইমাকেই তাই বিকল্প প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ভাবতে শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ।

দুঃস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা রূপদয়পুর ১৬ নং ওয়ার্ড ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি:আবার অসহায় ব্যক্তির দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের রূপদয়পুর ১৬ নং ওয়ার্ড ইউনিটের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা করা হল ওই ব্যক্তিকে। পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত রূপদয়পুর ১৬ নং ওয়ার্ড ইউনিট দীর্ঘদিন ধরেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এবার এই ইউনিটের নেতৃবৃন্দ ওই অসহায় ব্যক্তির হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দিয়ে নতুন নজির স্থাপন করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের মতো মানবদরদী সংগঠন বাংলার বুকে এই মুহূর্তে দুটো খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা আছে তাদের অধিকাংশই স্বার্থসর্বস্ব। কিন্তু আইমা দেখে মানুষের স্বার্থ। ফলে অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে আইমার ফারাক বিস্তর। আর এই অনন্যতার জন্যই জনমনে জায়গা করে নিয়েছে এই সংগঠন। এভাবেই যাতে আইমা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলতে পারে, প্রতিনিয়ত সেই শুভ কামনা করেন এই সংগঠনের হিতাকাঙ্খীরা।

গুরু নানকের জন্মদিন পালন করল কাঞ্চনপুর যুব আইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিখ ধর্মের ধর্মগুরু ছিলেন বিশিষ্ট মনীষী গুরু নানক। গত ৮ নভেম্বর মঙ্গলবার ছিল তাঁর জন্মদিবস। স্বভাবতই এই দিনটি শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে একটি বিশেষ দিন হিসাবে পালিত হয়। গুরু নানক ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনের একজন উদার মানুষ। ভারতের ইতিহাসে তাই গুরু নানককে দেখা হয় মানবতার মূর্ত প্রতীক হিসাবে। এহেন একজন মহামানবের জন্মদিন পালন করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের শাখা সংগঠন কাঞ্চনপুর যুব আইমা ইউনিট। মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত আইমার এই ইউনিটের পক্ষ থেকে ঘটা করে পালিত হল গুরু নানকের জন্মদিন। এদিনের বিশেষ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল ব্লক আইমার সম্পাদক সেখ আাবদুল মজিদ ছাড়াও কাঞ্চনপুর যুব আইমা ইউনিটের নেতৃবৃন্দ সহ কর্মীরা।

প্রসঙ্গত, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নামের মধ্যেই রয়েছে 'সংখ্যালঘু' শধবন্ধটি। তবে কেবলমাত্র ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্যই এই সংগঠন নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষও আশ্রয় নিতে পারেন এই সংগঠনের ছাতার নীচে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাই আইমা একটি উদার সামাজিক সংগঠন হিসাবেই পরিচিত লাভ করেছে। এমনকী সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানও এই কারণেই সর্ব জাতির মানুষের প্রিয় নেতা হিসাবে উঠে আসছেন। এর একমাত্র কারণ হল, সব সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর উদার মনোভাব। কাউকেই তিনি ছোটো চোখে দেখেন না। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেবার জন্য সংগঠনের কর্মীদেরও উৎসাহিত করেন। তাছাড়া সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের অনুষ্ঠান পালন বা মহৎ ব্যক্তিত্বদের জন্মদিনকে স্মরণ করে নানারকম সামাজিক কর্মসূচি পালনের জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেন। আইমা নেতৃত্বের গুরু নানকের জন্মদিন পালন সেই ধারারই অংশ।

তেঁতুলতলা আইমা ইউনিটের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৭ নভেম্বর সোমবার একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তেঁতুলতলা আইমা ইউনিট। রক্তদানের পাশাপাশি ওই ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি দোয়ার মজলিসেরও আয়োজন করা হয়। রক্তদানের মাধ্যমে মানুষকে নতুন জীবন দান করার ইতিহাস বহু পুরনো। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনও রক্তদান করার জন্য সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। সংগঠনের ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই রক্তদান করতে আসেন আইমার শিবিরে। এক ফোঁটা রক্ত পারে একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে দিতে। তাই রক্তদানের গুরুত্ব অপরিসীম। আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা বছরের নানা সময়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন। আর এই শিবিরগুলোতে অসংখ্য মানুষ আসেন রক্ত দান করতে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার তেঁতুলতলা আইমা ইউনিটও সংগঠনের সেই ঐতিহ্যকে বজায় রেখে রক্তদানের মতো মহৎ একটি কর্মকাণ্ডের আয়োজন করল। এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নানা

9733684773
mazed.sk13@gmail.com
M Enterprise
Prop.- Sk. Mazed
Govt. Contractor of Civil, Mechanical & General Order Suppliers & Transporter
Residence : VilL-Barsundra, P.O.-Iswardaha Jalpai, Dist.-Purba Medinipur, Pin-721654
Office : Barsundra Bat Tala, Haldia, Purba Medinipur
9733684773 / 7797147865 enterprisem73@gmail.com
Vehicle & Machinaries Rental Service.

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৫ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরি ০ ১১ নভেম্বর২০২২ ০ ২৪ কার্ত্তিক ১৪২৯ ০ শুক্রবার

রাজনৈতিক হামলা ও উপমহাদেশের সংস্কৃতি

উপমহাদেশের ইতিহাসে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা নতুন কোনও বিষয় নয়। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ওপর প্রাণঘাতী হামলায় আবার একবার সেই ট্রেন্ডই বজায় রইল।

১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার মধ্যে দিয়ে মূলত এই রাজনৈতিক হত্যালীলার সূত্রপাত হয়। উগ্র ও ধর্মান্ধ হিন্দুত্ববাদীদের ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছিলেন ভারতের জাতির জনক। তারপরেও এই দেশেই ঘটেছে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যা। এই তালিকায় নাম রয়েছে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর মতো নেতাদের। তাঁদের সকলের মৃত্যুর সঙ্গে শুধু রাজনীতি নয়, জড়িয়ে আছে ধর্মও।

ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপালও অসংখ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী থেকেছে। মূলত হিংসা, ক্ষমতার রাজনীতি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় এবং মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সহ বিভিন্ন কারণে এই ধরনের কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। প্রাক্তন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তানিদের 'কাপ্তান' ইমরান খানকে হত্যার চেষ্টাও এসব বিষয়গুলোকে আবার নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। তবে ইমরানের ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। কারণ, বড়সড় বিপদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। পাকিস্তান এমন একটা দেশ যেখানে রাজনৈতিক ডামাডোল কোনওদিনই থেমে থাকেনি। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই অস্থিরতা পাকিস্তানি রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে আজ পর্যন্ত কোনও প্রধানমন্ত্রী সে দেশের মসনদে সম্পূর্ণ মেয়াদ অতিবাহিত করতে পারেননি। এর পিছনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং সেদেশের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর কলকাঠি নাড়াকেই দায়ী করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাই ইমরানকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পিছনেও যে আইএসআই-এর হাত রয়েছে সে বিষয়টি অস্বীকার করার উপায় নেই। যদিও পাকিস্তানি জনগণের একটা বড় অংশ তাঁদের 'কাপ্তানে'র এই 'অপমান' মানতে পারেননি। ফলে উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের। সাম্প্রতিক কয়েকটি উপনির্বাচনের ফলাফলেই সেই ছবিটা স্পষ্ট হয়েছে।

ইমরানের 'রিয়াল ফ্রিডম র‍্যালি' থেকে তাঁর ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণের যে ঘটনা ঘটেছে তাতে মোটেও বিচলিত নন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী, সে কথা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর বক্তব্য থেকেই। তবে এই হামলার পিছনে যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে তাকে ভুললে চলবে না। বিশ্ব-রাজনীতির নিরিখে দেখ তে গেলে ছবিটা আরও পরিস্কার হবে। ইমরান খানের অতিরিক্ত চীন-প্রীতি ভালো লাগেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বন্ধু দেশগুলোর। ফলে তাঁকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছিল। ইমরান নিজেও এ বিষয়টি জানতেন। ফলে এ বিষয়ে তাই তিনি দায়ী করেছিলেন আমেরিকাকে। তারপর তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় তো তিনি সরাসরি তোপ দেগেছেন পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের দিকে।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস রক্তে রাঙানো, এ কথা বললে তেমন কিছুই বলা হয় না। হিংসা, বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র, লোভ— সব মিলিয়ে নির্মিত হয়েছে এখানকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি। ফলে গান্ধী, মুজিব, ইন্দিরা, রাজীব, ভুট্টো, প্রেমদাসা, লিয়াকত, জিয়াউর, জ্ঞানেন্দ্র প্রমুখ রাজনৈতিক হত্যার স্বীকার হওয়া শাসকরা ইতিহাসের ট্র্যাজিক নায়ক হয়েই রয়ে গেছেন। ইমরান খানের ওপর হামলা সেই ধারায় হয়তো নতুন সংযোজন হত, তবে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে তিনি এবারের মতো বেঁচে ফিরেছেন। যদিও এতে খানিকটা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল হল তেহরিক-ই-ইনসাফের। কিন্তু আগামীদিনেও যে ইমরানের ওপর নতুন কোনও হামলার ঘটনা ঘটবে না, সে কথা হলফ করে বলা মুশকিল। পাকিস্তানের 'কাপ্তান' সেই বাউন্সার আদৌ সামলাতে পারেন কিনা সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

• • • • • •

জীবন বদলের বাণী

তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেবো। —নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

দেহের সৌন্দর্যের চাইতে চিন্তার সৌন্দর্য অধিকতর মোহময় ও এর প্রভাব জাদুতুল্য। —সক্রেটিস

আল্লাহ ততক্ষণ বান্দাহর সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে তার ভাইকে সহযোগিতা করে। —সহীহ মুসলিম

মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা যতই অধ্যয়ন করি, ততই আমাদের অজ্ঞানতাকে আবিষ্কার করি। —শেলী

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ তারাই, যাদের আচার আচরণ সবচেয়ে ভালো —বুখারী

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ৫ কলঙ্কিত রাজনৈতিক হত্যা

মু. এনামুল হক

হাজারো জনপ্রিয়তা আর যাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকার মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং দেশ ও দেশের জনগণের জন্য যাঁরা সারাজীবন কাজ করেছেন, দুঃখজনক হলেও সত্য সেই দেশের মানুষ আবার তাঁদেরকে হত্যা করেছে। শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের তালিকা করলে এই তালিকা অনেক বড় হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি ভারতের জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হত্যার মাধ্যমে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ওপর প্রাণঘাতী হামলা নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। তবে এর আগেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে এবং বারবার ঘটেছে। হিংসা, ক্ষমতার রাজনীতি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বংশীয় রাজনীতি, ধর্মীয়ও মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সহ বিভিন্ন কারণে এই ধরনের কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। হাজারো জনপ্রিয়তা আর যাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকার মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং দেশ ও দেশের জনগণের জন্য যাঁরা সারাজীবন কাজ করেছেন, দুঃখজনক হলেও সত্য সেই দেশের মানুষ আবার তাঁদেরকে হত্যা করেছে। শুধু রাষ্ট্রপ্রধানের তালিকা করলে এই তালিকা অনেক বড় হবে। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয় ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি ভারতের জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হত্যার মাধ্যমে। আবার ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর এই উপমহাদেশের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে এক চাপা আতঙ্ক জন্ম নেয়। আর এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে নিয়মিত বিরতিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হত্যার শিকার হচ্ছেন। এখানে এমন কয়েকটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

শেখ মুজিবুর রহমান

১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক কলঙ্কিত দিন। এই দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, বাংলাদেশের লক্ষ জনতার জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের সাথে পৃথিবীর অন্য কোনও হত্যার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশে অবস্থান করা পরিবারের একজন সদস্যকেও সেদিন বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। বিদেশে অবস্থান করায় দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে যান। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র চার বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল। হত্যার শিকার হন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, শেখ মুজিবুর রহমানের ভগ্নিপতি তৎকালীন মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত-সহ তাঁর পরিবারের ১৩ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন ছাত্রনেতা। ক্রমেই তিনি আওয়ামী লিগের জাতীয় নেতৃত্বের উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর বড় গুণ ছিল তুখোড় বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা। তাঁর অতুলনীয় নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও '৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯-এর চড়াই-উতরাই পেরিয়ে '৭০-এর নির্বাচনে বিজয় অর্জন করে। অতঃপর ১৯৭১ সালে এসে উপনীত হয়। ১৯৭০ সালের ৭ মার্চের ভাষণ এক ঐতিহাসিক ভাষণ, যা বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুত হতে সাহস জোগায়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিকামী মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের নেতা হিসেবে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাঙালি স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে প্রথমে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও পরে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। দারিদ্র বেকারত্ব, সর্বব্যাপী অরাজকতা এবং সেইসঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতি মোকাবেলায় তিনি কঠিন সময় অতিবাহিত করেন। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে শেখ মুজিবুর রহমান সব দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিজেকে আজীবনের জন্য রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। এর ৭ মাস পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পেছনে কিছু সামরিক কর্মকর্তা ও কয়েকজন বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লিগের সদস্য জড়িত ছিলেন। এদের মধ্যে মূল হোতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাক্তন সহকর্মী খন্দকার মোস্তাক আহমেদ। বঙ্গবন্ধুর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাদের দু'জনের মধ্যে তুই-তোকারি সম্পর্ক ছিল। মোস্তাক আহমেদ নিজের-সহ সকল খুনিকে রক্ষার জন্য ১৯৭৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচারের সকল পথ বন্ধ করে ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করে। শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার সাথে জড়িত কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, খ ন্দকার আবদুর রশিদ, শরিফুল হক (ডালিম), মহিউদ্দিন আহমেদ, নূর চৌধুরী, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ ও চৌকস কর্মকর্তা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর দায়মুক্তি আইন বা ইমডেমনিটি আইন বাতিল হয়। যার ফলে বিচারপ্রক্রিয়ার পথ খুলে যায়। বিভিন্ন বিচারপ্রক্রিয়া শেষে ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনির ফাঁসির রায় কার্যকর হয়। আর বাকি খুনিরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। বিভিন্ন জটিলতার কারণে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না।

জিয়াউর রহমান

জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন দুর্দান্ত সাহসী দেশপ্রেমিক সেনা ও রাষ্ট্রপ্রধান। ১৯৭০ সালে জিয়াউর রহমান অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। স্বভাবতই জনসাধারণের কাছে জিয়াউর রহমান নামটি অপরিচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিক জাতীয় ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হলেন যখন তিনি ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যুদ্ধ পরিচালনায় জিয়াউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১ নং সেক্টরের অধিনায়ক হিসেবে এবং পরে জেড ফোর্সের প্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমান নিজেকে অসীম সাহসী যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত করে তোলেন এবং সাহসিকতার জন্য তাঁকে বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত করা হয়। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন তৎকালীন আওয়ামি লিগের অন্যতম নেতা খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে একদল বিপথগামী সেনাসদস্য। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন, ঠিক সেই সশস্ত্র বাহিনী ও জনতার সমন্বয়ে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক সিপাহি বিপ্লব ঘটে। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল বিচারপতি এএসএম সায়েমের পদত্যাগের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিধ্বস্ত গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিষিদ্ধ হওয়া সব রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার অনুমতি দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান নতুন দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বিপথগামী সেনা অফিসারদের হাতে নির্মমভাবে খুন হন। ২৯ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল মীমাংসার জন্য চট্টগ্রাম যান। ৩০ মে চট্টগ্রাম জিওসি জেনারেল মঞ্জুর অধীনস্থ কিছু সেনা অফিসার এই হামলার নেতৃত্ব দেয়। এই হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মতিউর রহমান, কর্নেল মাহবুব, মেজর খালেদ হোসেন, মেজর মোজাফফর ও ক্যাপ্টেন মুসলেউদ্দিন-সহ অন্যরা। হত্যাকাণ্ডের পর মতিউর রহমান মাহবুবকে পলায়নরত অবস্থায় হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে হত্যায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। নেতৃত্ব প্রদানকারী অফিসাররা-সহ জি ওসি মঞ্জুর পলায়নের চেষ্টা করেন। পথিমধ্যে সরকার প্রেরিত বাহিনী কর্তৃক তাঁরা গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের হাতে নিহত হন বলে ঘোষণা করা হয় তবে জনমনে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়। সামরিক ট্রাইব্যুনালে জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে ১৮ জন অফিসারকে অভিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয় এবং কার্যকর করা হয়। আর বাকি পাঁচজনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়।

লিয়াকত আলি খান

পাকিস্তানের সেরা শাসক ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের জাতির পিতা মহম্মদ আলি জিন্নাহর ডান হাত হিসেবে পরিচিত ছিলেন লিয়াকত আলি খান। তিনি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫০ সালে ভারতের সাথে ঐতিহাসিক লিয়াকত-নেহরু চুক্তি করেন। ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডির কোম্পানিবাগে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। হত্যাকারী খুব কাছ থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। সেই আততায়ীকে পথসভার মধ্যে গুলি করে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় হত্যাকারী আফগান বংশোদ্ভূত। তার নাম সাইদ আকবর। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় নেতা লিয়াকত আলী খানের হত্যার রহস্য বা কাদের ষড়যন্ত্রে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা আজও উদঘাটিত হয়নি। মৃত্যুর পর তাঁকে শহিদ-এ-মিল্লাত উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাওয়ালপিণ্ডির যে উদ্যানে তিনি নিহত হন সেই উদ্যানের নামকরণ করা হয় লিয়াকত বাগ। ২০০৭ সালে এই স্থানে পাকিস্তানের আরেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করা হয়।

জিয়াউল হক

জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের ক্ষমতায় এসেছিলেন জুলফিকার আলি ভুট্টোর শাসনামলে। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সর্বাপেক্ষা অধিক সময় রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন। তিনি ভুট্টো সরকারের বিপক্ষে সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালনা করে তাঁকে উৎখাত করেন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে জুলফিকার আলি ভুট্টোকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়। জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতায় এসে বেশ কিছু ইসলামী আইন জারি করেন। যদিও তিনি নিজে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসেননি। জেনারেল জিয়াউল হকের ফরমান অনুযায়ী পাকিস্তানে চুরি, মদ্যপান, ব্যাভিচার এবং ধর্মীয় বিরোধিতার বিচার শুরু হয় ইসলামী আইন অনুসারে। জিয়াউল হক প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রথম কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট বেশ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা ও দুইজন মার্কিন কূটনীতিক সহ বাহাওয়ালপুরে রহস্যজনক বিমান সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। পাকিস্তানের সেনেটর মোশাহিদ হোসাইন জানান জিয়াউল হককে হত্যার পিছনে আমেরিকা এবং পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করেছে।

বেনজির ভুট্টো

পাকিস্তানের মতো একটি ইসলামী দেশের শীর্ষপদে দু-বার আরোহণ করে মুসলিম বিশ্বে তাক লাগিয়ে বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেনজির ভুট্টো। তিনি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর কন্যা এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির স্ত্রী। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ দুই মেয়াদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তানিদের চোখে বেনজির ভুট্টো ছিলেন গণতন্ত্র ও নারী অধিকার রক্ষায় অগ্রনায়ক। সামরিক শাসন কবলিত পাকিস্তানের গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দুর্বল নেতৃত্ব ও ত্রুটিপূর্ণ শাসনকার্যের দুর্নাম থাকা সত্ত্বেও তিনি ঘরোয়াভাবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। বেনজির ভুট্টো একমাত্র ও প্রথম নারী রাষ্ট্রপ্রধান যিনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। (তবে ২ বছর আগে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন দ্বিতীয় নারী হিসেবে সন্তান জন্ম দেন।) ২০০৭ সালে প্রায় আট বছর নির্বাসন কাটিয়ে অক্টোবর মাসে দেশে ফেরেন বেনজির ভুট্টো। দেশে ফেরার দিনই তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। তবে সেবার অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও মৃত্যু তাঁর পিছু ছাড়েনি। ২০০৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে এক নির্বাচনী সভায় আত্মঘাতী হামলায় নিহত হন এই রাজনীতিবিদ। ১৫ বছর বয়সী বিলাল নামক আত্মঘাতী বোমারু বেনজিরকে লক্ষ্য করে গুলি এবং তারপর নিজের সাথে বহন করা বোমায় নিজে এবং আরও ২০ জনকে হত্যা করে। পাকিস্তানের তালিবান গোষ্ঠী এই হত্যার দায় স্বীকার করলেও হত্যাকাণ্ডটি কার নির্দেশে হয়েছে তা আজও উদঘাটন হয়নি।

এছাড়া ভারতীয় উপমহাদেশে আরও কিছু রাষ্ট্রপ্রধানকে বিভিন্ন সময় হত্যা করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সালমান বন্দরনায়েক। ১৯৬৩ সালে লেবাননের বৈরুতে এক হোটেলে রহস্যজনকভাবে মারা যান অবিভক্ত বাংলার শেষ এবং পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ৫ এপ্রিল ১৯৬৪ সালে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী জিগমে দোরজীকে হত্যা করা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল আফগানিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট মহম্মদ দাউদকে হত্যা করা হয়। ১৯৯৩ সালের ১ মে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রণসিংঘে প্রেমাদাসা এলটিটিই কর্তৃক আত্মঘাতী বোমার আঘাতে নিহত হন। নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্রকেও হত্যা করা হয় সপরিবারে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কারণ কী? নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য? ভারতীয় উপমহাদেশে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আগের তুলনায় বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যার ঝুঁকি অনেক গুণ বেড়ে গেছে। উদার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো হয়তো সম্ভব বলে মনে হয়।

ঋণস্বীকার— ছাত্র সংবাদ

জানা-অজানা

৩০০০ সালে কেমন দেখতে হবে মানুষ?

বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে প্রযুক্তি। স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায় অধিকাংশ মানুষের। অনলাইন কেনাকাটা, সোশ্যাল মিডিয়া চর্চা থেকে অফিসে কাজ করা, সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি ছাড়া গতি নেই। কিন্তু, অনেকের মতে, এই প্রযুক্তি নির্ভরতা মানব সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বদলে যেতে পারে মানুষের গঠনও। টোল ফ্রি ফরোয়ার্ডিং নামে এক সংস্থার গবেষকরা ৩০০০ সাল নাগাদ মানুষের চেহারা কীভাবে বিবর্তিত হতে পারে, তার একটি মডেল তৈরি করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'মিন্ডি'। আসুন দেখে নেওয়া যাক, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হলে, মানবজাতির জন্য ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে।

মিন্ডির চেহারার শেষ পরিবর্তনটি খালি চোখে দেখা যাবে না। তাদের দাবি, প্রযুক্তি শুধু মাথার খুলি মোটা করবে না, আমাদের মস্তিষ্কের আকারও পরিবর্তন করতে পারে। মস্তিষ্ক আকারে ছোট হয়ে যেতে পারে।

ধনুকের মতো বাঁকা পিঠ

গবেষকদের মতে, আধুনিক প্রযুক্তিগত পণ্যগুলির নকশা এবং সাধারণ ব্যবহারকারীদের অভ্যাস, ভবিষ্যতে বড় প্রভাব ফেলবে। স্মার্টফোন, কম্পিউটার মনিটরের সামনে আমরা কেমনভাবে বসি, দাঁড়াই, তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে আমাদের চেহারার উপর। এর জন্য পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে যেতে পারে।

'টেক্সট থাবা'

মিন্ডির বাহুতে দুটি উল্লেখযোগ্য শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এগুলো সরাসরি স্মার্টফোন ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের মতে, ক্রমাগত ফোন আঁকড়ে ধরার কারণে মানুষের আঙুলগুলিকে কুঁচকে গিয়ে 'টেক্সট ক্ল' বা টেক্সট থাবা তৈরি হবে। হাত পরিণত হবে পশুর মতো থাবায়

৯০-ডিগ্রি বাঁকা কনুই

সেই সঙ্গে তৈরি হবে 'স্মার্টফোন কনুই। স্মার্টফোন ধরে রাখা এবং ব্যবহার করার সময় হাতের সাধারণ অবস্থানের কারণে কনুই চিরতরে ৯০ ডিগ্রি কোনে বেঁকে যাবে।

'প্রযুক্তি ঘাড়'

গবেষকদের মতে স্মার্টফোন এবং ল্যাপটপের স্ক্রিনে তাকিয়ে তাকিয়ে মিন্ডির ঘাড় চিরতরে বেঁকে যেতে পারে। যাকে তাঁরা 'টেক নেক' বা 'প্রযুক্তি ঘাড়' নাম দিয়েছেন।

মাথার খুলি মোটা

গবেষকদের দাবি, এটাও হবে মূলত স্মার্টফোন ব্যবহারের কারণে। স্মার্টফোন থেকে যে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি বিকিরণ হয়, তা মস্তিষ্কের সংস্পর্শে এলে গুরুতর স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হতে পারে বলে ক্রমে উদ্বেগ বাড়ছে। এই ক্ষতির মোকাবিলা করার জন্য মাথার খুলি আরও মোটা হয়ে যেতে পারে। ৩০০০ সালে গিয়ে মানুষের চেহারা হবে এইরকম, এমনই দাবি গবেষকদের

ছোট মস্তিষ্ক

গবেষকরা আরও জানিয়েছেন, মিন্ডির চেহারার শেষ পরিবর্তনটি খালি চোখে দেখা যাবে না। তাদের দাবি, প্রযুক্তি শুধু মাথার খুলি মোটা করবে না, আমাদের মস্তিষ্কের আকারও পরিবর্তন করতে পারে। মস্তিষ্ক আকারে ছোট হয়ে যেতে পারে।

ভারত জোড়ো যাত্রা মহারাষ্ট্রে পৌঁছনোর পর হুঙ্কার রাহুলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা । কন্যাকুমারী থেকে শুরু করে কাশ্মীর পর্যন্ত এই যাত্রা হওয়ার কথা। আর ৩৫০০ কিলোমিটারের এই রাস্তা হেঁটে জনসংযোগ করবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী । কর্নাটক ঘুরে তেলঙ্গানার পর এই যাত্রা সোমবার মহারাষ্ট্রে পৌঁছেছে। তারপর রাহুল গান্ধী বলেছেন, দু'মাস আগে যে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু হয়েছে তা শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এর গন্তব্যস্থল শ্রীনগর পর্যন্ত পৌঁছবেই।

মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের যাত্রা পৌঁছনোর পরই দেগলুরে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'এই যাত্রার উদ্দেশ্য ভারতের (নাগরিকদের) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং দেশে বর্তমান বিভেদ ও ঘৃণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।' তিনি এদিন আরও বলেছেন, যাত্রা শুরু থেকে শেষের মধ্যে অন্য কোথাও কোনও শক্তি এই যাত্রাকে থামাতে পারবে না। তিনি বলেছেন, 'এই যাত্রা একমাত্র শ্রীনগরে থামবে।' এদিন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'কৃষক হোক বা শ্রমিক, প্রবীণ নাগরিক, যুব বা ব্যবসায়ী, সকলের কাছে আমাদের দরজা ও মন খোলা রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা মহারাষ্ট্রের কথা ও তাঁদের দুর্দশার কথা শুনতে চাই।'

এদিকে দেশের বেকারত্ব নিয়ে মোদী সরকারকে তোপ দেগে রাহুল বলেছেন, 'নোটবন্দির প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতি নাগরিকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এখন তাঁরা বেকারত্ব ও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে লড়াই করছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আগে প্রধানমন্ত্রী পেট্রোল ও ডিজেল নিয়ে কথা বলতেন। কিন্তু এখন যখন জ্বালানির দাম আকাশ ছোঁয়া তিনি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেন না।' উল্লেখ্য, ভারত জোড়ো যাত্রা শুরুর দু'মাস পর মহারাষ্ট্রে ঢুকল এই মিছিল। সেখানে দুটি সমাবেশে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা।

দিল্লি ঢাকছে দূষণে। অস্পষ্ট রাষ্ট্রপতি ভবন দর্শন।

ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষছেন দাউদ ইব্রাহিম

চাঞ্চল্যকর তথ্য এনআইএ-র হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষা হচ্ছে ফের। এনআইএ এই সতর্কবার্তা আগেই করেছিল এনআইএ। এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে উঠে এল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। এবার সন্ত্রাসবাদী হামলার ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে নাম জড়াল দাউদ ইব্রাহিমের। তদন্তে প্রকাশ, পাকিস্তানের হাত ঘুরে টাকা আসছে মুম্বই ও সুরাটে। সম্প্রতি একটি চার্জশিট জমা দিয়েছে এনআইএ। সেই চার্জশিটে নাম রয়েছে দাউদ ইব্রাহিম থেকে শুরু করে তাঁর সহযোগী ছোটা শাকিল, মহম্মদ সালিম কুরেশি-সহ আরও দুই সদস্যের। এনআইএ চার্জশিটে দাবি করেছে, সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য মুম্বই, সুরাট-সহ বিভিন্ন শহরে টাকা ছড়ানো হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে দুবাই হয়ে ওই টাকা আসছে বলে জানতে পেরেছে এনআইএ। এনআইএ-র রিপোর্টে প্রকাশ প্রথম দফায় ২৫ লক্ষ টাকা এসেছে মুম্বই ও সুরাটের জঙ্গি গোষ্ঠীর নেটওয়ার্ক অপারেটরদের কাছে। এ বছরের এপ্রিল মাস থেকে টাকা আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এনআইএ-র কাছে তথ্য আছে সুরাট ও মুম্বইয়ের দুই জঙ্গি নেটওয়ার্কের অপারেটর সাব্বির শেখ ও আরিফ শেখের কাছে ২৫ লক্ষ টাকা পৌঁছে গিয়েছে হাওয়ালা মারফৎ। এনআইএ-র তদন্তকারীরা বলেছেন, হাওয়ালার মারফৎ ১২-১৩ কোটি টাকা পাঠিয়েছে দাউদ। দাউদের ডি-কোম্পানি সন্ত্রাসমূলক কাজ চালাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের ডি-কোম্পানি থেকে প্রথমে দুবাইয়ের রশিদ মারফানির কাছে টাকা পৌঁছয়। রশিদ তার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সেই টাকা ভারতে পৌঁছে দেয়। সম্প্রতি দাউদ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ। তাদের অভিযোগ, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবং নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ীদের নিশানা করছে ডাউদের ডি-কোম্পানি। এনআইএ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দাউদ ও তার সঙ্গীরা আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবা ও জইশ-ই-মহম্মদ, এমনকী আল কায়েদার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে।

১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন দাউদ ইব্রাহিম। তারপর থেকেই ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেডের তালিকায় চলে যান তিনি। পরবর্তীকালে তাঁকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর দাউদ পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। কিন্তু পাকিস্তান কখনই স্বীকার করেণি যে তারা দাউদকে আশ্রয় দিয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে দাউদের মাথার দাম লক্ষ টাকা ধার্য করেছিল এনআইএ। আর ২০০৩ লালে দাউদের মাথার দাম, ২৫ মিলিয়ন ডলার ধার্য করেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ, ভারতীয় টাকায় তার মূল্য ২০০ কোটি টাকা।

রাজ্যপালকে আচার্য পদ থেকে সরানোর তোড়জোড় কেরলেও

তিরুঅনন্তপুরম: তৃণমূলশাসিত পশ্চিমবঙ্গের পথেই হাঁটল বামশাসিত কেরল? রাজ্যপালের সঙ্গে কেরল সরকারের সংঘাতকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের দেখানো পথেই হাঁটল কেরলের বাম সরকার। সূত্রের খবর, কেরলের রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ থেকে রাজ্যপালকে সরানোর জন্য অর্ডিন্যান্স নিয়ে আসতে চলেছে পিনারাই বিজয়ন সরকার। পশ্চিমবঙ্গেও কয়েক মাস আগে তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছয়। যার জেরে রাজ্যপালকে আচার্য পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিধানসভায় বিল আনে সরকার। রাজ্যপালের জায়গায় আচার্য পদে বসানো হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই বিল রাজ্য বিধানসভায় পাস হয়ে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যপালকে সরিয়ে আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসালেও কেরল সরকার সেই পদে একজন বিশেষজ্ঞকে বসানোর পরিকল্পনা করেছে বলেই সূত্রের খবর। গত বেশ কিছু দিন ধরে কেরলের রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনা, উপাচার্য নিয়োগের মতো বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে কেরল সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যেই কেরলের এগারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নোটিশ পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। যার বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন উপাচার্যরা। এই সংঘাতের পরিবেশেই রাজ্যপালকে আচার্য পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অর্ডিন্যান্স তৈরি করেছে কেরল সরকারের আইন দফতর। আজ কেরল মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই অর্ডিন্যান্স নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কেরলের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী আর বিন্দু দাবি করেছেন, রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতির লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের এই অর্ডিন্যান্সের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান সই করবেন কি না তা নিয়ে সংশয় থাকছেই।

দেশের ৫০তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়। দেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । চন্দ্রচূড়ের নাম প্রস্তাব করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি উদয় ঊমেশ ললিত। ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বাবা যশবন্ত বিষ্ণু চন্দ্রচূড়ও ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের ৫০তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি উদয় উমেশ ললিতের স্থানাভিষিক্ত হলেন। প্রায় দুই বছরের বেশি সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। ১৯৫৯ সালের ১১ নভেম্বর মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। ছোটবেলা থেকে বাবার মতো আইনের প্রতি আগ্রহ ছিল নতুন বিচারপতির। প্রথমে মুম্বইয়ের ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড জন কোনন স্কুল এবং পরে দিল্লির সেন্ট কলম্বাস স্কুলে পড়াশোনা করেন তিনি। স্কুলের পাঠ শেষ করে ১৯৭৯ সালে দিল্লির সেন্ট স্টিফেন কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন নতুন প্রধান বিচারপতি। এরপর ১৯৮২ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হন আইনের স্নাতক। পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন চন্দ্রচূড়। আইন নিয়ে করেন গবেষণাও। ১৯৯৮ সালে বোম্বে হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী হন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। ২০০০ সালে হয়েছিলেন বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতিও। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচাপতির দায়িত্বও সামলেছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার পাশাপাশি সলিসিটর জেনারেল হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধান সংশোধন, মানবাধিকার, লিঙ্গ ন্যায়বিচার, ফৌজদারি আইন সহ বেশ কয়েকটি মামলায় গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছিলেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে তাঁর বাবার দেওয়া রায়কেও খণ্ড করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের নতুন বিচারপতি। ২০১৮ সালে তাঁর বাবার দেওয়া রায় নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন চন্দ্রচূড়।

সন্ত্রাসবাদী হামলায় অভিভাবকহীন কাশ্মীরি পড়ুয়াদের জন্য এমবিবিএসে অগ্রাধিকার

শ্রীনগর: দীর্ঘ সময় ধরে সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ত্রাসের শিকার জম্মু ও কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপ পেরিয়েও মাঝেমধ্যেই সন্ত্রাসবাদী হামলায় রক্তাক্ত হয় ভূস্বর্গ। কাশ্মীরের সেই সব মানুষের কথা ভেবে নয়া সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন, এমন পড়ুয়াদের জন্য এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ করার কথা ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

সন্ত্রাসে আক্রান্ত পরিবারের সন্তানদের জন্যই মূলত আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তে শিলমোহর দিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের লেফট্যানেন্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সেই সব পড়ুয়াদের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, জঙ্গি হানায় যাঁদের বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে, যে পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। হামলার ঘটনায় যে পরিবারের সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন বা অক্ষম হয়ে গিয়েছেন, তাঁদের সন্তানদেরও অগ্রাধিতার দেওয়া হবে। তবে ওই পড়ুয়ার বাবা-মাকে কাশ্মীরের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। এছাড়া কাশ্মীরের সরকারি চাকরিজীবী, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী, কাশ্মীরে হেডকোয়ার্টার রয়েছে, এমন সরকারি সংস্থার কর্মীদের সন্তানেরাও অগ্রাধিকার পাবে। বিজ্ঞপ্তিতে প্রাপ্ত নম্বরের উল্লেখও রয়েছে। এই সংরক্ষিত আসনে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা বা বায়ো টেকনোলজিতে পৃথকভাবে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া এসসি, এসটি বা ওবিসি-র আওতাভুক্ত পরীক্ষার্থীদের পেতে হবে ৪০ শতাংশ করে। ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্টের তালিকা অনুযায়ী সুযোগ পাওয়া যাবে ডাক্তারি পড়ার।

জম্মু ও কাশ্মীরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে আরও একাধিক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। কাশ্মীরে মেডিক্যালের প্রবেশিকা পরীক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, যাতে পরীক্ষার্থীদের দূরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে না হয়। এছাড়া কাশ্মীরের এমবিবিএস পাস করা চিকিৎসকেরা যাতে নিজেদের রাজ্যেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থাও করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

পরিবর্তনের ইঙ্গিত বাংলায়, দুয়ারে অভিযান সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলার পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। তাই এবার জনভিত্তি গড়ে তুলতে চাইছে সিপিএম। এবার বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে জনসংযোগ গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু করতে চাইছে সিপিএম তথা বাম নেতৃত্ব। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর বাংলার মানুষের সমর্থন ফিরে পেতে সিপিএমের এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুয়ারে দুয়ারে যাওয়ার।

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট তথা সিপিএম বিরাট জয় পাওয়ার পর থেকেই সমর্থন হারাতে থাকে। পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলায় ঘটে যায় মহা পরিবর্তন। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটে প্রতিষ্ঠিত হয় মা-মাটি-মানুষের সরকার। কিন্তু সেই মা-মাটি মানুষের সরকার ১০ বছরের মধ্যেই সমর্থন খুইয়ে ফেলেছে বলে মনে করছে বামেরা। এই পরিস্থিতিতে হারিয়ে যাওয়া জনসমর্থন আদায় করতে এবার বৃত্তের বাইরে বের হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে বামফ্রন্ট। পাশাপাশি যুব সমাজের কাছে যাওয়ারও প্রক্রিয়া শুরু করেছে বামেরা। সেই লক্ষ্যে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে আগামী ১৯ নভেম্বর একটি জনসভার আয়োজন করেছে সিপিএম। এই জনসভায় বক্তৃতা দেবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সিপিএম চাইছে, এই জনসভাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক জনসভায় পরিণত করতে। জেলা সিপিএম ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিলি করা শুরু করেছে। যুবকর্মীদের সঙ্গে বসে চায়ের আড্ডা, প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যুব সমাজের কাছে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাম নেতা-কর্মীরা। সোমবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে বামফ্রন্টের জেলা কার্যালয় অনিত বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক করে সিপিএম। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, আহ্বায়ক জীবেশ সরকার, প্রাক্তনমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যরা ছিলেন এই সাংবাদিক বৈঠকে। অশোক ভট্টাচার্য বলেন, আমরা বাংলায় একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। সিপিএমের জনসভায় হাজার হাজার মানুষ শামিল হচ্ছেন। মহম্মদ সেলিম ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিপিএম আবার জেগে উঠছে। সিপিএমকে নিয়ে মানুষের মধ্যে ফের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা পথসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটা কার্ড লিস্ট করে বামমনস্ক মানুষের কাছে জনসভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বুদ্ধিজীবীদের হাতে কার্ডটা তুলে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। যুব সমাজের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি। শুধু পার্টির মধ্যে নয়, এবার বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছি আমরা। সিপিএম নেতৃত্বের কথায়, যদি পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে শুধুমাত্র সিপিএম বা বামপন্থী মানুষদের একার পক্ষে হবে না। পার্টির বৃত্তের বাইরের মানুষদের কাছে যেতে হবে। যাঁদের মনে ক্ষোভ বা অসন্তোষ আছে, তাঁদের কাছেও যেতে হবে। এটা শুধুমাত্র পার্টি সমাবেশ নয়, এটা একটা জনসভা। জীবেশ সরকার বলেন, গোটা রাজ্যের রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হচ্ছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে হবে। সিপিএম নেতাদের কথায়, তৃণমূল বা বিজেপি ভোটে জেতার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রতিশ্রুতির বিপরীত পথে হাঁটছে। শুধু তাই নয়, ভয়ঙ্কর অরাজক অবস্থা তৈরি করেছে দেশ তথা রাজ্যেও। দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া, মানুষের জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনার কাজগুলো করছে। আমার কেন্দ্রীয়ভাবে জনগণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাব জনসভা থেকে।

তৃণমূল বনাম আমরা সবাই, বার্তা বিজেপি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃণমূলকে যে কোনওভাবে হারাতে রাজি আছি। তৃণমূলকে বাদ দিয়ে যাঁরাই আসবেন, তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে তৃণমূলকে হারাতে চাই। ফলাও করে এ কথা ঘোষণা করলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার সমবায় সমিতিতে বাম-বিজেপি জোট করে তৃণমূলকে হারানোর পর তাঁর এই বার্তা রাজ্য রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হচ্ছে, তৃণমূলকে হারাতে তাঁরা দলমত নির্বিশেষে জোট গড়ছে।

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, সৌমিত্র খাঁয়ের এই বার্তা আসলে বামফ্রন্টকে উদ্দেশ্য করে। এর আগে সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে সরাসরি বিজেপির সঙ্গে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এমনকী একসঙ্গে নবান্ন অভিযানের বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি। তারপর তাঁরই গড়ে বাম-বিজেপি জোটের জয় নন্দকুমার সমবায় সমিতিতে। এদিন সৌমিত্র খাঁয়ের এই বার্তার পর কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সৌমিত্র খাঁয়ের কথা তো বিজেপির নেতারাই শোনেন না। তিনি কংগ্রেস থেকে তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে গিয়েছেন। তারপর তৃণমূলকে হারাতে বিজেপির হাত ধরা বা বিজেপিকে হারাতে তৃণমূলের হাত ধরার খেলায় নেই বামেরা। কেননা বিজেপি আর তৃণমূল উভয়েই এক। এঁদেরকে উৎখাত করতে হবে। আর সৌমিত্র খাঁয়ের 'তৃণমূল বনাম আমরা সবাই' বার্তা শুনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, আমরা ভারতবর্ষ থেকে বিজেপিকে উৎখাত করতে চাই। বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা চাই না। ওসব গাঁজাখোরি কথা বার্তার কী আর উত্তর দেবো। কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির সুপ্রাচীন লড়াই। তাই বিজেপির সঙ্গে কোনওদিন সমঝোতা সম্ভব নয় কংগ্রেসের।

নন্দকুমারে জয় বাম-বিজেপি জোটের

২৪ ঘণ্টা আগেই পূর্ব মেদিনীপুরের শুভেন্দু-গড়ে নন্দকুমার সমবায় সমিতিতে জোট করে তৃণমূলকে হারিয়েছে বিজেপি ও বামফ্রন্ট। ৬৩ আসনে হোয়াইট ওয়াশ তৃণমূল। ৫২ আসনে জয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ১১ আসনে ভোটেও জয়ী তারা। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এক প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি সাংসদ বলেন, তৃণমূল বনাম আমরা সবাই। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূলকে বাদ দিয়ে যাঁরা আসবেন, তাঁরাই স্বাগত। যাঁরা আসবেন, তাঁদেরকে নিয়ে আমরা তৃণমূলকে হারাতে চাই। সৌমিত্র খাঁ এদিন বলেন, যে কোনওভাবে আমরা তৃণমূলকে হারাতে চাই। তাই কার সঙ্গে জোট হল সেটা কোনও বিষয় নয়। তৃণমূলকে হারানোই প্রধান লক্ষ্য। আমরা তো আর রাজনৈতিকভাবে বাম বা অন্য কোনও দলের সঙ্গে জোট গড়তে পারি না। কিন্তু মানুষ এক

মতুয়াদের অধিকারের জন্য জীবন বাজি মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মতুয়াদের অধিকারের জন্য তিনি সারাজীবন লড়াই করে এসেছেন। এখন নাগরিকত্বের ধুয়ো তুলে বিজেপি মিথ্যাচার করে ভোট নিচ্ছে। নাগরিকত্বের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি। নদিয়ার সভা থেকে তাই গর্জে উঠলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা জীবন থাকতে মতুয়াদের নাগরিকত্ব কাড়তে দেব না। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়ায় কৃষ্ণনগরের সভা থেকে বিজেপিকে একহাত নিয়ে বলেন, মতুয়াদের জন্য তিনি জীবন বাজি রাখতেও রাজি। কিন্তু নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপির অভিষন্ধি পূরণ হতে দেব না। সোমবারই মতুয়া-গড় ঠাকুরনগরে ঘুরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অর্জুন সিং মেঘওয়াল। তারপর বিজেপিকে নাগরিকত্ব ইস্যুতে বিঁধে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনি যদি নাগরিক না হতেন, তবে সমস্ত পরিষেবা কী করে পেতেন। নাগরিক না হলে কি আপনরা ভোটাধিকার থাকত। আপনি যদি নাগরিক না হন, আমিও নাগরিক নই, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও নাগরিক

নন। আপনাদের ভোটেই তো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, আমি আপনাদের ভোটেই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আসলে কিছু লোককে ওরা বাইরে থেকে আনতে চায়। এখান ওখান সেখান থেকে বাংলায় কিছু লোককে এনে তাঁদের নাগরিকত্ব দিয়ে আপনাদের অধিকারকে ওরা ছোটো করবে। আমি বলি, মতুয়ারা এখানকার নাগরিক, রাজবংশীরাও নাগরিক আর উদ্বাস্তুরাও এখানকার নাগরিক, সংখ্যালঘুরাও এখানকার নাগরিক। মতুয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মনে রাখবেন, ভোট এলেই আপনাদের কথা মনে পড়ে ওঁদের। তখনই ক্যা ক্যা করতে শুরু করে। আপনাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে ওঠে।

এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা এখানকার নাগরিক, পুরোপুরি নাগরিক। আপনাদের উপর কোনওরকম কিছু করতে পারবে না কেউ। মনে রাখবেন আমি বড়মার চিকিৎসা একা করিয়েছি। আপনাদের নাগরিকত্ব আমি কিছুতেই কেড়ে নিতে দেব না। আমি জীবন দিতে তৈরি, কিন্তু নাগরিকত্ব কাড়তে দেব না। আপনারা ভয় পাবেন, আপনাদের কোনও অধিকারে কেউ কোনওদিন হাত দিতে পারবে না। এদিন মতুয়াদের পাশাপাশি রাজবংশী ও গোর্খাদের নিয়েও বিজেপি রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেন মমতা। তিনি বলেন, রাজবংশী ও গোর্খাদের নিয়ে বাংলাভাগের চেষ্টা করছে বিজেপি, বিজেপি কোনও কাজ না করে শুধু মিথ্যা প্রচার করে ভোটে জিতছে। মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। বিজেপি একটা ভয়াবহ পার্টি। তাই বিজেপি থেকে সাবধান থাকুন। আমাদের উপর ভরসা রাখুন।

বেনজির বিদ্রোহ তৃণমূলে

সভাপতি অপসারণের দাবিতে মিছিল, গণইস্তফার হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই অঞ্চল সভাপতিদের নিয়ে সংঘাত তীব্রতর রূপ নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসে। কোচবিহার জেলায় একের পর এক ব্লকে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি নিয়ে বিবাদ তুঙ্গে উঠেছে। প্রথমে ফুলবাড়ি, রুইডাঙার পর এবার শৌলমারি অঞ্চলে নতুন তৃণমূল সভাপতিকে অপসারণের দাবিতে সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে মিছিল হচ্ছে কোচবিহারে।

কোচবিহার তৃণমূলে বেশ কিছুদিন ধরেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার নিতে শুরু করেছে। অঞ্চল সভাপতি রদবদলের পর থেকে তা প্রকাশ্যে চলে আসে। তা এমন পর্যায়েই পৌঁছয় তৃণমূলে শুরু হয়ে যায় গণইস্তফা। পঞ্চায়েত ভোটের আগে দলে রদবদল নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। আর তৃণমূলের এই অন্তর্কলহে পোয়াবারো বিজেপির। ২৪ ঘণ্টা আগেই বেনজির বিদ্রোহ দেখিয়ে কোচবিহার তৃণমূলের প্রায় ২০ জন নেতা দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তৃণমূল নেতাদের এই ইস্তফা দেওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে। দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে যুব তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতিসহ বহু নেতা গণইস্তফা দেন। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ বিধানসভার নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলে নজিরবিহীন গণইস্তফার ঘটনার পর বুধবার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির অপসারণ চেয়ে আবার মিছিলও হয়। আর এই মিছিল হয় দলের অঞ্চল সম্পাদকের নেতৃত্বে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে কোচবিহারের তুফানগঞ্জের নাকাটিগাছ অঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জীবকুমার দাস, স্থানীয় বুথ সভাপতি সৌমিত্র কর্মকার-সহ ২০ জন পদাধিকারী পদত্যাগ করেন। ইস্তফা দেওয়ার পর সঞ্জীবকুমার দাস বলেন, দলের মধ্যে যেভাবে ভেদাভেদ চলছে, নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য তৈরি হচ্ছে, তাতে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাই দলের পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি আমরা। কোচবিহারের রদবদলের পর যেভাবে ব্লকে ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসে পড়ছে, তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সিঁদুরে মেঘ দেখতে পাচ্ছে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে এই জেলায় তৃণমূলের কোন্দল আরও বাড়বে। আর বিজেপি বলছে, এভাবে নিজেদের মধ্যে কোন্দল করেই শেষ হবে তৃণমূল!

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

আল্লাহ তায়ালার ঘর পবিত্র কাবাশরিফ তৈরির ইতিহাস

প্রিয়ম হাসান

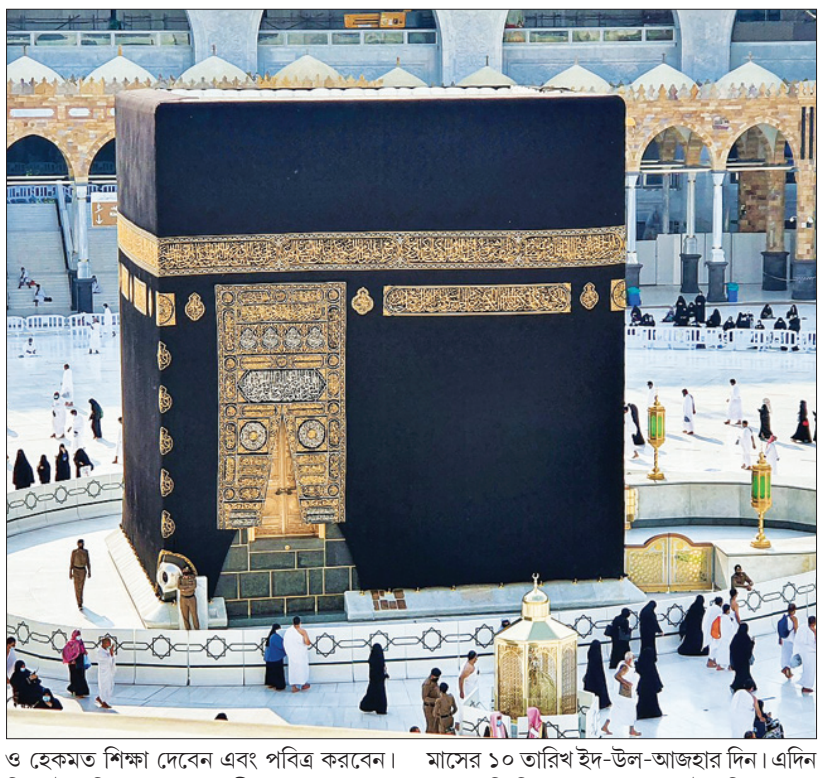

অনেক তফসীরবিদের মতে, মানব সৃষ্টির বহু আগে মহান আল্লাহতায়ালা কাবাঘর সৃষ্টি করেন। পবিত্র কাবাঘরকে আরবিতে বলা হয় বায়তুল্লাহ। যার অর্থ আল্লাহর ঘর। মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর ঘরকে লক্ষ্য করে পবিত্র কোরানুল কারিমের সূরা আলে-ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে বলেন, ‘‘নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।’’

হজরত আদম আ. ও হজরত হাওয়া আ.-এর পৃথিবীতে মিলন হলে তাঁরা উভয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইবাদতের জন্য একটি মসজিদ হজরত আদম আ. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং বাইতুল মামুরের আকৃতিতে পবিত্র কাবাঘর স্থাপন করেন। এখানে হজরত আদম আ. সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকেন।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, ‘‘আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাইতুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু’হাজার বছর আগে সৃষ্টি করেন।’’ মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে হজরত আবু যর গিফারী থেকে বর্ণনা হয়েছে, রাসুল সা. তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ‘‘বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ হল মসজিদে হারাম। এর পরের মসজিদ হল মসজিদে আকসা। মসজিদে হারাম নির্মাণের ৪০ বছর পর মসজিদে আকসা নির্মিত হয়।’’

হজরত আদম আ. কাবাঘর আল্লাহর আদেশে পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর বহুদিন অতিক্রান্ত হল। শত শত বছর অতিবাহিত হল। আল্লাহর বান্দারা কাবাঘর জিয়ারত করত, আল্লাহর কাছে হাজিরা দিত এই কাবাঘরে সমবেত হয়ে। কাবাঘরে এসে মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও অংশীদারহীনতা ঘোষণা করত। ‘‘লাববাইক আল্লাহুম্মা, লাববাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নেয়ামাতা, লাকাওয়াল মুলক, লাশারীকা, লাকা লাববাইক।’’ এভাবে চলতে চলতে দিন গত হতে থাকল। এরপর হজরত শীষ আ. কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করলেন। দিন দিন একত্ববাদীর সংখ্যা বাড়তে থাকল।

এরপর কাবা শরিফ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করেন হজরত ইব্রাহিম আ.। হজরত ইব্রাহিম আ. হজরত ইসমাইল আ.-কে সঙ্গে নিয়ে কাবাঘর নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করেন। হজরত ইব্রাহিম আ. কাবাঘর সংস্কার করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে আজ্ঞাবহ করো। আমাদের বংশ থেকে একটি অনুগত দল সৃষ্টি করো। নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু। হে প্রতিপালক! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের কাছে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করো। যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াত তেলাওয়াত করবেন। তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহাপরাক্রমশালী।’’ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হজরত ইব্রাহিম আ. ও হজরত ইসমাঈল আ.-এর বংশ থেকে হজরত মহম্মদ সা.-কে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

শতকের পর শতক অতিবাহিত হল। মহানবি হজরত মহম্মদ সা.-এর নবুয়ত প্রাপ্তির ৫ বছর আগে কাবাঘর সংস্কার করে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশ। এই কুরাইশ বংশেই মহানবি হজরত মহম্মদ সা. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশরা কাবা শরিফ সংস্কারের পর হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। সবার সম্মতিক্রমে আল্লাহর রাসুল সা. কাবাগৃহে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেন।

মহানবি হজরত মহম্মদ সা. জীবিত অবস্থায় ৬ হিজরিতে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রা. কাবা শরিফ সংস্কার করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭৪ হিজরীতে কাবা শরিফ সংস্কার করেন। সুদীর্ঘ ১৪ শো বছরে কাবাগৃহে কোনও সংস্কারের প্রয়োজন হয়নি। শুধুমাত্র কাবাঘরের চারপাশে অবস্থিত মসজিদে হারামের পরিবর্ধন, সংস্কার বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সৌদি রাজপরিবারের। সৌদি সরকারের প্রধান (বাদশাহ) কাবা শরিফের মোতাওয়াল্লির দায়িত্বে থাকেন। পবিত্র হজ পালন করতে লাখ লাখ মুসলমান মক্কা শরিফে গমন করেন। জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে হজ অনুষ্ঠিত হয়। জিলহজ মাসের ১০ তারিখ ইদ-উল-আজহার দিন। এদিন কোরবানি দিতে হয়, যা হজরত ইব্রাহিম আ. ও হজরত ইসমাইল আ.-এর স্মৃতি বহন করে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

জমজম কূপ ঠিক তেমনি হজরত ইসমাইল আ. ও তাঁর মা হজরত হাজেরা আ.-এর স্মৃতি বহন করে চলেছে। এই জমজম কূপ মহান আল্লাহর কুদরতের অপরূপ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হজ ও উমরাহ আদায়কারীদের জন্য বিশেষভাবে এবং পৃথিবীর সব মুসলমানের জন্য সাধারণভাবে জমজমের পানি পান করা মুস্তাহাব। সহিহ হাদিসে বিধৃত হয়েছে যে নবিজি সা. নিজে জমজম থেকে পানি পান করেছেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস—১৫৫৬)।

জমজম পানি পানের ফজিলত

হজরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, ‘‘নবিজি সা. বলেছেন, ‘জমজমের পানি বরকতময়, স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য।’’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস—২৪৭৩)।

মুসনাদে তায়ালুসিতে এই হাদিসের একটি বর্ধিত অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, রোগীর ওষুধ। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, ‘‘রাসূলুল্লাহ সা. নিজের সঙ্গে পাত্রে ও মশকে করে জমজমের পানি বহন করতেন। তা অসুস্থদের ওপর ছিটিয়ে দিতেন এবং তাদের পান করাতেন।’’ (সুনানে তিরমিযী)। এই বর্ণনা থেকে এ কথাও জানা যায় যে, জমজমের পানি বহন করা জায়েজ। আর যারা জমজম কূপের কাছে নয়, তাদের পান করানো নববী সুন্নত।

প্রতিদিন নামাজ ফরজের উপকারিতা নিয়ে কিছু কথা

নামাজ ফরজ ইবাদত। আল্লাহতায়ালা প্রতিদিন সব মুসলমানের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করেছেন। এই নামাজ হল পরকালে মুক্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম। কারণ পরকালে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি নামাজের হিসাব সুন্দরভাবে দিতে পারবে, তার পরবর্তী হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

আবার নামাজ দুনিয়ায় সব ধরনের অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। শুধু তাই নয়, নামাজের মাধ্যমে নামাজী ব্যক্তি অনেক শারীরিক উপকার লাভ করে। যার কিছু এখানে তুলে ধরা হল—

দাঁড়ানো

মানুষ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সব চোখ সিজদার স্থানে স্থির থাকে। ফলে মানুষের একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায়।

রুকু

নামাজী ব্যক্তি যখন রুকু করে এবং রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন মানুষের কোমর ও হাঁটুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। ফলে কোমর ও হাঁটুর ব্যাথার উপশম হয়।

সিজদা

নামাজে যখন সিজদা করা হয় তখন নামাজী ব্যক্তির মস্তিস্কে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হয়। ফলে তার স্মৃতিশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আবার সিজদা থেকে ওঠে যখন দুই সিজদার মাঝখানে বসে এতে তার পায়ের উরু ও হাঁটুর সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটে। এতে করে মানুষের হাঁটু ও কোমরের ব্যথা উপশম হয়।

ওঠা বসা

নামাজের সময় নামাজী ব্যক্তিকে দাঁড়ানো, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে ওঠে সোজা হয়ে স্থির দাঁড়ানো, আবার সিজদায় যাওয়া, সিজদা থেকে ওঠে স্থিরভাবে বসা, আবার সিজদা দিয়ে দাঁড়ানো বাবসা— এ সবই মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যায়াম। এতে মানুষের শারীরিক বহুবিদ উপকার সাধিত হয়।

মানসিকতার পরিবর্তন

নামাজের মাধ্যমে মানুষের মন ও মানসিকতায় অসাধারণ পরিবর্তন আসে। গোনাহ, ভয়, নীচুতা, হতাশা, অস্থিরতা, মনঃকষ্ট ইত্যাদি দূরীভূত হয়। ফলে বিশুদ্ধ মন নিয়ে সব কাজে সম্পৃক্ত হওয়া যায়।

দেহের কাঠামোগত উন্নতি

নামাজ মানুষের দেহের কাঠামোগত ভারসাম্যতা বজায় রাখে। ফলে স্থূলতা ও বিকলাঙ্গতার হার কমে যায়। মানুষ যখন নামাজে নড়াচড়া করে তখন অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে বিশেষ কাজ করে থাকে। অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিচ্ছন্ন রাখে

নামাজের জন্য মানুষকে প্রতিদিন পাঁচবার অজু করতে হয়। আর এতে মানুষের ত্বক পরিষ্কার থাকে। ওজুর সময় মানুষের দেহের মূল্যবান অংশগুলো পরিষ্কার হয়, যার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার জীবানু হতে মানুষ সুরক্ষিত থাকি।

চেহারার লাবণ্য বৃদ্ধি

নামাজের জন্য মানুষ যতবার অজু করে, ততবারই মানুষের মুখমণ্ডল ম্যাসেজ হয়ে থাকে। যাতে মুখ মণ্ডলে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে মানুষের চেহারার লাবণ্য বৃদ্ধি পায়, মুখের বলিরেখা ও মুখের দাগ কমে যায়।

বিশেষ করে নামাজ মানুষের মানসিক, স্নায়বিক, মনস্তাত্ত্বিক, অস্থিরতা, হতাশা-দুশ্চিন্তা, হার্ট অ্যাটাক, হাড়ের জোড়ার ব্যাথা, ইউরিক অ্যাসিড থেকে সৃষ্ট রোগ, পাকস্থলীর আলসার, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস, চোখ এবং গলা ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে সহায়ক।

হার্টের রোগীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা উচিত। নামাজ মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের মধ্যে নামাজের মতো এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নেই। নামাজীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা একান্তই সামগ্রিক ব্যায়াম। যার প্রভাব মানুষের সব অঙ্গগুলোতে পড়ে এবং মানুষের প্রতিটি অঙ্গ নড়াচড়ার ফলে শক্তির সৃষ্টি হয় এবং সুস্বাস্থ্য অটুট থাকে।

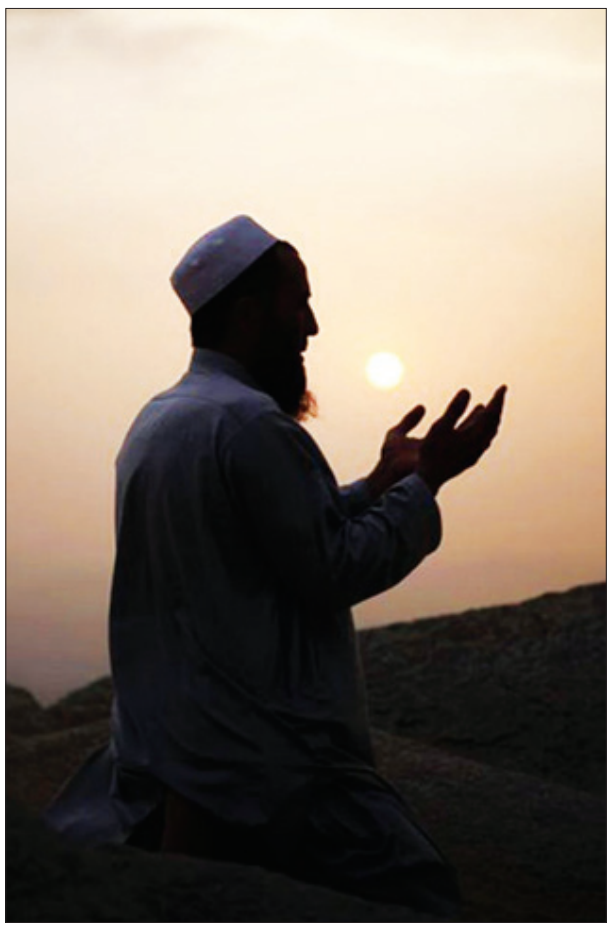

আল্লাহতায়ালা প্রতিদিন সব মুসলমানের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করেছেন। এই নামাজ হল পরকালে মুক্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম। কারণ পরকালে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তি নামাজের হিসাব সুন্দরভাবে দিতে পারবে, তার পরবর্তী হিসাব সহজ হয়ে যাবে।

পরিশেষে নামাজের উপকারিতায় আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘‘নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।’’ শুধু তাই নয়, নামাজ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক পবিত্রতা সাধনের অনন্য হাতিয়ার।

আল্লাহতায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সময়মতো নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উপকারিতা লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

দান বাক্স

কাজী সামসুল আলম

অশ্বিনীবাবু বদলি হয়ে আসার পর রঞ্জনবাবু তাকে বললেন, “এখানে থাকার জন্য ভাড়া ঘর খুঁজে পাবেন না, আমি যে ঘরে থাকি, সেই ঘরেই দু’জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। একা যখন থাকবেন, আমার ঘরেই থাকুন, ভাড়া দু’জনে ভাগাভাগি করে নেব। আমারও কিছু সাশ্রয় হবে। আগের অফিসারও আমার রুমেই থাকতেন।’’ রঞ্জনবাবুর এমন লোভনীয় প্রস্তাবে না করলেন না অশ্বিনীবাবু, বরং মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ভালোই হল, কিছু টাকা সাশ্রয় হবে মাসে মাসে।

অশ্বিনীবাবু মফস্বলের শাখা থেকে এই শাখায় ট্রান্সফার হয়ে এসেছেন মাস তিনেক আগে। রেল স্টেশনের ধারে ব্রাঞ্চ হলেও এটি একেবারে অজ পাড়া গাঁ। স্টেশনটিতে সারাদিন যেতে তিনটে ট্রেন, আসতে তিনটে ট্রেন দাঁড়ায়। কাউকে কোথাও যেতে হলে এই আধ ডজন ট্রেনই ভরসা। বাকি সারাদিন হু হু করে মেল, এক্সপ্রেস, মাল গাড়ি চলে যায় স্টেশনের উপর দিয়ে। বাস রাস্তা এখান থেকে ছ-সাত কিলোমিটার দূরে। আশেপাশের সব রাস্তা মাটির রয়ে আছে এখনও, কয়েকটিতে নামমাত্র লাল মাটি ছড়ানো হয়েছিল, সেই লালটুকু যা আছে, বৃষ্টিতে কাদা থেকে বাঁচা যায় না। গ্রামের মানুষের অবশ্য বাইরে যাওয়ার তেমন তাড়াও নেই। মাঠের ধান, বাড়ির শাক সবজি, পুকুরের মাছ এই নিয়ে তাদের দিন চলে যায়। এলাকার আশেপাশের যে দু-একজন চাকরি বাকরি করে তাদের এই ট্রেন প্রয়োজনে কাজে লাগে না। সাইকেল কিংবা বাইক নিয়ে সোজা সড়ক, সেখানে গ্যারেজে রেখে দিয়ে বাসে করেই তাদের যাতায়াত করতে হয়।

ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, বনমালী এবং অশ্বিনী শতপথীকে নিয়ে মোট চারজনের ব্যাঙ্ক। ম্যানেজার রোজ বাড়ি চলে যান। তাঁর বাড়ি ছয় স্টেশন দুরে, ট্রেনে ঘন্টা খানেক সময় লাগে। বনমালী স্থানীয় ছেলে, সুইপার হিসাবে ঢুকেছিল, এখন পার্মানেন্ট হয়ে ‘গ্রুপ ডি’ হয়েছে। ক্যাশিয়ার রঞ্জনবাবুর বাড়িও শহরে। অশ্বিনীবাবু এই শাখায় বদলি হয়ে আসার পর রঞ্জনবাবু তাকে বললেন, ‘‘এখানে থাকার জন্য ভাড়া ঘর খুঁজে পাবেন না, আমি যে ঘরে থাকি, সেই ঘরেই দু’জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। একা যখন থাকবেন, আমার ঘরেই থাকুন, ভাড়া দু’জনে ভাগাভাগি করে নেব। আমারও কিছু সাশ্রয় হবে। আগের অফিসারও আমার রুমেই থাকতেন।’’

রঞ্জনবাবুর এমন লোভনীয় প্রস্তাবে না করলেন না অশ্বিনীবাবু, বরং মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ভালোই হল, কিছু টাকা সাশ্রয় হবে মাসে মাসে।

মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার দু’জনেই বাড়ি চলে যান, সোমবার আসেন। মাসের প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চম শনিবার (যদি থাকে) বিকালে বাড়ি যান, আসেন যথারীতি সোমবার। এছাড়া ছুটি ছাটা থাকলে দু’জনেই বাড়ি চলে যান।

অশ্বিনীবাবু পেটের অসুখে ভুগেন, তাই একজনকে বলে তিন কিলোমিটার দূরের কাশীপুরের বাজার থেকে কন্টেনারে কুড়ি লিটারের জল কিনে আনিয়ে খান। প্রতিদিন সকালে স্টেশনের কাছে রেললাইনের ধারে কয়েকজন বাড়ির শাক-সবজি, পুকুরের মাছ এনে বিক্রি করে। অশ্বিনীবাবুর এই টাটকা জিনিসে খুব আগ্রহ। তাই প্রতিদিন শহুরের বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যাস ছেড়ে খুব সকালে উঠে পড়েন টাটকা মাছ, সবজি, আনাজের লোভে। গ্রামের মানুষ সকাল সকাল এগুলো বিক্রি করে দিয়ে আবার যে যার নিজের কাজে চলে যাবে, এই আশা নিয়েই তারা আসে। বিক্রি না হলে দূরের বাজারে বিকালবেলা গিয়ে বসে।

কাছে পিঠে ওষুধ দোকান নেই। তাই পেটের অসুখে ভোগা অশ্বিনীবাবু বাড়ি থেকে আসার সময় প্রয়োজনীয় ওষুধ সঙ্গে নিয়ে আসেন। এছাড়া জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথা ধরার ওষুধ নিতেও ভুলেন না। কিন্তু গত সোমবার বাড়ি থেকে আসার সময় ওষুধের প্যাকেটটি নিতে ভুলে যান। এ সপ্তাহে শনিবার ব্যাঙ্ক খোলা, তাই এ সপ্তাহে শনিবার বাড়ি যাবেন। শুক্রবার দুপুর থেকে হঠাৎ পেট ব্যথা শুরু। বনমালীকে পাঠালেন ওষুধ আনাতে। সে ওষুধ এনে দিয়ে বলল, ‘‘স্যার ওষুধটা আপাতত খান। আজ বিকালে একজন বড় ডাক্তার আসেন কাশীপুরের বাজারে, একবার চলুন, দেখিয়ে নেবেন, রাতে কী হয় না হয়?’’

তিন কিলোমিটারের দূরের এই বাজারে অশ্বিনীবাবুর এবারেই প্রথম আসা। বাজারটি তিন মুখো রাস্তার উপর অবস্থিত। একদিকে স্টেশন চলে গেছে। আর একদিকে হাইরোড, এখান থেকে প্রায় ছ’কিলোমিটার, অন্য আর একদিক গিয়েছে নদীর দিকে, সে প্রায় সাত-আট কিলোমিটার দূর হবে। নদীতে খেয়া চলে, এপার ওপারে লোক চলাচল করে।

বেশ বড় এলাকা নিয়ে এই বাজার। তবে বাজারটি নামেই বাজার। আসলে রাস্তার ধারে আনাজ, মশলা, মাছ নিয়ে কয়েকটা পেতে বসা দোকানের সারি। বাঁধা দোকান বলতে খান কয়েক দোকান রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি ওষুধ দোকান আছে। আর একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। একতলা বাড়ি, পাশাপাশি দু’কামরা ঘর, সামনে একটি বারান্দা। একটি ঘরে ডাক্তার বসেন, পাশেরটিতে গরিব মানুষের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। সপ্তাহে দু’দিন বড় ডাক্তার আসেন, শুক্রবার এবং রবিবার বিকালে। বিনামূল্যে রোগী দেখেন। এটা সবার জন্য। একটি দান বাক্স রাখা আছে। যার যা মন চায়, দান করতে পারে। সেই টাকা ওষুধ কেনার কাজে লাগে।

এসব দেখে অশ্বিনীবাবু অবাক হয়ে যান। বনমালীকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘দারুণ ব্যাপার তো। তোমাদের তো তাহলে খুব সুবিধা। বনমালী বলল, স্যার নামেই দান বাক্স, সবাই তো গরিব, কে আর দান করে?’’

অনেক রোগীর ভিড়। বনমালী ম্যানেজ করে অশ্বিনীবাবুকে আগে দেখানোর ব্যবস্থা করল, কেউ বাধা দিল না অবশ্য। ব্যাঙ্কে যাতায়াতের সুবাদে প্রায় সবাই বনমালীকে চিনে, কেউ কেউ অশ্বিনীবাবুকেও চিনে। ডাক্তার দেখিয়ে বেরোতেই অশ্বিনীবাবু দেখলেন, স্টেশন বাজারে ডিম, কলা, বেগুন বিক্রি করেন যে মাসি তিনি সবাইকে লাইন দিয়ে ধীরে সুস্থে ওষুধ নিতে বলছেন। অশ্বিনীবাবু প্রায়ই এই বৃদ্ধার থেকে সবজি, ডিম, কলা কেনার সময় দু-পাঁচ টাকা কম দেন। বৃদ্ধা হাসি মুখে তা নিয়ে নেন। অশ্বিনীবাবু বৃদ্ধাকে বললেন, ‘‘মাসি, আপনার বাড়ি এখানে নাকি? চিনতে পেরেছেন?’’

বৃদ্ধা চিনতে পেরে বললেন, ‘‘হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু চিনতে পেরেছি, আপনি গতকালও তো আমার কাছে সজনে ডাঁটা নিলেন। তা আপনার আবার কী হল বাবু?’’

‘‘আমি পেটের অসুখে ভুগি, গতকাল বোতলের জল শেষ হয়ে গিয়েছিল, কলের জল খেয়ে ফেলেছিলাম, ফুটিয়ে নেওয়ার আর ইচ্ছা ছিল না। শরীর খারাপ হল, তাই একটু ডাক্তার দেখাতে এলাম।’’

বৃদ্ধা হেসে বললেন, ‘‘তা শহরের বাবুদের মতো আমাদের গ্রামের মানুষদেরও এবার কেনা জলই খেতে হবে দেখছি, যা পেটের অসুখ লেগে রয়েছে, আসলে সব ভেজালের ব্যাপার, বুঝলেন বাবু। তেলে ভেজাল, মশলায় ভেজাল, খাওয়ারে ভেজাল, মানুষ কাঁহাতক আর সুস্থ থাকে বলুন। কিন্তু সব দোষ এসে পড়ে নিরীহ টিউব ওয়লের জলের উপর।’’ অশ্বিনীবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা সরে গিয়ে আবার লাইন সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ওষুধ দোকান থেকে বনমালী দেখছিল অশ্বিনীবাবু বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন। ওষুধ নিয়ে বেরিয়ে বনমালী বলল, ‘‘স্যার, ওই মাসিমাই এই ডিসপেনসারি করে দিয়েছেন, গরিব মানুষের জন্য। উনিই এর খরচ জোগান।’’

অশ্বিনীবাবু শুনে অবাক হয়ে গেলেন। যিনি বাড়ির আনাজপত্র প্রতিদিন স্টেশনের ধারে বসে বিক্রি করেন, তিনি নিজের পয়সায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের খরচ জোগান? সত্যি এমন বৃদ্ধারা আছে বলেই গরিব আজও বেঁচে আছে। পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে দান বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে রাস্তায় এসে বনমালীর বাইকে চড়ে বসলেন। মনে মনে স্থির করলেন, এবার থেকে মাসিমাকে আর আনাজের দাম কম দেবেন না।

কবিতা ও ছড়া

প্রিয় নেতা

তাপস রায় চ্যাটার্জি

চোখে জ্বলে কামাগ্নি মুখে গোঁজা মধু,
জিভখানা বের হলে লালা ঝরে শুধু।
মন তার প্যাঁচ কষে ঠোঁটে খসে হাসি,
কর্মে কসাই তার ভাব— ‘ভালোবাসি’।
উপরটা ধপধপে ভেতরটা কালো,
শিক্ষাটা কম হোক দাদাগিরি ভালো।
ভিখ মাগায় ভিক্ষুক হার মানে সব,
খাদ্যে বিচার নাই সব— গবাগব।
সমাজের সেবা তার জীবনের ব্রত,
দাতা, সেবক, মহানেতা— নানা নামে খ্যাত।
ডানহাত কম চলে বামহাত বেশি,
ধিঙ্গি, ভিঙ্গি চারিদিকে রাশি রাশি।
স্বার্থে লাগলে বাড়ি ভোল বদলায়,
শত্রুর চুমু খেয়ে গুণগানও গায়।
ক্ষমা চেয়ে সমাপণ করি গুণগাথা,
জিও জিও জিও আমাদের জননেতা।

একটি রুমাল

মুকলেসুর রহমান

একটি দুপুরের ছায়াবৃত্ত আমি দেখেছি
রাস্তায় পড়ে আছে বিমূর্ত প্রেমগুলো
আশ্চর্য ভাবেই ঘাম শুকে নুনে রূপান্তরিত হয়

কীভাবে একটি রুমাল আমাকে প্রেমিক বানায়
কীভাবে রাস্তা থেকে আমার বুক পকেটে উঠে আসে।

পকেটের তলপেট থেকে কোণঠাসা দুঃখগুচ্ছ উঠে আসে
এখন রুমালের প্রেতাত্মাগুলো দুপুরের ছায়াবৃত্তে ঘুরেবেড়ায়।

৩৬টি উপগ্রহ নিয়ে বিরাট রকেট পাড়ি দিল মহাকাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি: নজির গড়ল ইসরো। একসঙ্গে ৩৬টি ওয়ানওয়েব স্যাটেলাইট নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিল ইসরো বিরাট রকেট। নির্ধারিত দিনেই বাণিজ্যিক অভিযানে ইতিহাস গড়ল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। ইসরোর এলভিএম থ্রি ২৩ অক্টোবর রাত ১২টা ৭ মিনিটে অর্থাৎ শনিবার রাতে পাড়ি দেয় মহাকাশের উদ্দেশে।

একসঙ্গে ৩৬টি ওয়ানওয়েব স্যাটেলাইটের মহাশূন্যে পাড়ি আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাস। এই এলভিএম থ্রি হল ইসরোর ইতিহাসে সবথেকে ভারী রকেট। শনিবার রাত ১২টা পার হতেই অপেক্ষার শুরু। কখন তা মহাকাশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ১২টা ৭ মিনিটে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার মহাকাশ বন্দর থেকে ব্রিটিশ স্টার্ট-আপ ওয়ান ওয়েবের ৩৬টি ব্রডব্যান্ড স্যাটেলাইট নিয়ে রকেট উৎক্ষেপণ হল। ইসরোর বিরাট রকেটের মহাকাশে পাড়ির পর বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক লঞ্চ পরিষেবায় ইতিহাস সৃষ্টি করল বলে জানিয়েছেন ইসরোর গবেষকরা। এই এনভিএম থ্রি রকেটকে আগে জিএসএলভি এমকে থ্রি বলা হত। ভারতীয় গবেষণা সংস্থা ইসরোর সদর দফতর বেঙ্গালুরু থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ওয়ানওয়েব ইন্ডিয়া-১ মিশনের এলভিএম থ্রি-এম ২ রকে ভারতের স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী ১২টা ৭ মিনিটে উৎক্ষেপণ হল।

এ মাসের শুরুতেই ইসরো জানিয়েছিল, নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড বা এনএসআইএল, মহাকাশ বিভাগের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ বা সিপিএসই এবং মহাকাশ সংস্থার বাণিজ্যিক শাখা, ইউকে-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে দুটি লঞ্চ পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। সেই চুক্তি মোতাবেক এলভিএম থ্রি-এম ২ পাড়ি দিল মহাশূন্যে। ওয়ানওয়েব এলইও বা লো আর্থ অরবিট ব্রডব্যান্ড কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অন-বোর্ড ইসরোর এলভিএম থ্রি উৎক্ষেপণ হল। ইসরো জানিয়েছে, এনএসআইএল-এর মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী এটি প্রথম এলভিএম থ্রি নিবেদিত বাণিজ্যিক লঞ্চ। এবং এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। কারণ এলভিএম-থ্রি বাণিজ্যিক পরিষেবা এখন শুরু অপেক্ষা।

নতুন রকেটটি একটি জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে চার টন বর্গের উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম। এলভিএম-থ্রি হল একটি তিন পর্যায়ের বাহন যেখানে দুটি সলিড মোটর স্ট্র্যাপ-অন, একটি লিকুইড প্রপেলান্ট কোর স্টেজ এবং একটি ক্রায়োজনিক স্টেজ রয়েছে। ভারতের ভারতী এন্টারপ্রাইজ ওয়ান ওয়েবের একটি প্রধান বিনিয়োগকারী এবং শেয়ার হোল্ডার। ২৩ অক্টোবর রকেটটি উৎক্ষপণ হল ৩৬টি উপগ্রহ নিয়ে। এর ফলে নতুন দুয়ার খুলে গেল মহাকাশ বিজ্ঞানে। ইসরোর এবার পরিকল্পনায় চন্দ্রযান থ্রি।

‘ইউএফও’ ভিড় জমাচ্ছে পৃথিবীর আকাশে

কোথা থেকে হল আগমন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাকাশ থেকে ‘ইউএফও’ ভিড় জমাচ্ছে পৃথিবীর আকাশে। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশে দেখা গিয়েছে ইউএফও। কিন্তু কোথা থেকে আসছে ওইসব অজানা বস্তু। তা জানতে নাসা বিজ্ঞানীদের নিয়ে গড়ল স্বাধীন দল। নাসার বিজ্ঞানীদের এই গোষ্ঠী তদন্ত করবে কোথা থেকে আসছে ইউএফও। তাতে কী-ই বা আছে।

সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে বিমান চলাচলের সময় পাইলটরা মহাশূন্য কিছু অজানা জিনিস উড়তে দেখেছিল। তা রিপোর্টও করেছিল বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু তেমনই কিছুই জানা যায়নি। নাসার নজর এড়ায়নি তা। তাই নাসা এবার স্বাধীন দল তৈরি করে তদন্তে নামছে। কোথা থেকেই ওইসব ইউএফও হাজির হচ্ছে, তা জানা আবশ্যক বলে মনে করছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। নাসা বিশ্বাস করে যে, অজ্ঞাত বস্তু অধ্যয়ন করা বায়ু নিরাপত্তা এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। ইউএপি-কে বহির্জাগতিক জীবনের সঙ্গে

সংযুক্ত করে এমন কোনও প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। আমেরিকান স্পেস এজেন্সি নাসা সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, তারা ১৬ জনকে বেছে নিয়েছে অজানা বায়বীয় ঘটনা বা ইউএপি-র গবেষণার জন্য।

এই অজানা বায়বীয় ঘটনা, যা মহাকাশ বিজ্ঞানে অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু বা ইউএফও হিসেবে পরিচিত। এই ইউএফও নিয়ে নাসা গবেষণা চালিয়ে যাবে। অশ্রেণিবদ্ধ ডেটা ব্যবহার করেই এই তদন্ত চলবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে ন্যাশনাল অ্যারনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা জানিয়েছে, সোমবার থেকেই তদন্ত শুরু হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করতে এবং ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির ডেটা বিশ্লেষণ করতে প্রায় ৯ মাস সময় লাগবে। নাসা জানিয়েছে, ইউএফও-কে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন। নাসার সহযোগী প্রশাসক টমাস জুরবুচেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, মহাকাশ ও বায়ুমণ্ডলে অজানা অন্বেষণ করাই নাসার লক্ষ্য। আমাদের আকাশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা দিতে সিদ্ধহস্ত নাসা। সেখানে ইউএফও সম্পর্কিত ডেটা ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

নাসার তরফে নির্বাচিত গবেষণা গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক, বিজ্ঞানী, সমুদ্রবিজ্ঞানী, মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। প্রাক্তন মহাকাশচারী স্কট কেলি এবং নাদিয়া ড্রেক ছাড়াও সাংবাদিককেও রাখা হয়েছে। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা বলেছে, যে গবেষণাটি নাসা এবং অন্যান্য সংস্থার জন্য ইউএপি-র প্রকৃতির উপর ভবিষ্যতের অধ্যয়নের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নাসা মূলত জুন মাসে এই গবেষণার খবর ঘোষণা করেছিল। তারপরে সংস্থার তরফে বলা হয়েছে ইউএফও নিয়ে গবেষণার অভাবে এই ধরনের ঘটনাগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো কঠিন করে তোলে। এখন সেই অভ্যাস শুরু করা হয়েছে, লক্ষ্য একটাই অজানাকে জানা। মহাকাশে উড্ডীন বস্তুগুলি কী, আর এভাবে কি এলিয়েনদের পৃথিবীতে আসা সম্ভব।

উল্কার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: লাল গ্রহে আঘাত হেনেছে উল্কা। সেই উল্কার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে গ্রহের পৃষ্ঠ। পৃথিবী থেকে প্রেরিত জোড়া মঙ্গলযান সেই অত্যাশ্চর্য ছবি তুলে ধরেছে সম্প্রতি। মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার যখন মঙ্গলে ভূমিকম্পের ধাক্কা পরিমাপ করতে ব্যস্ত, তখন মার্স রিকন্নাইসেন্স অরবিটার গর্তের একটি ছবি খুঁজে পায়। তা থেকেই উল্কা দুর্ঘটনার রহস্য ফাঁস হয়।

মহাকাশযান গ্রহের উপর ঘোরাফেরা করছে। আর একটি প্রোব মঙ্গলগ্রহে নামিয়ে বড় উল্কা দুর্ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছে। মার্স রিকন্নাইসেন্স অরবিটার এবং ইনসাইট ল্যান্ডার পৃষ্ঠে নতুন নতুন গর্ত খুঁজে পেতে হাত মিলিয়েছে। গত বছর বড়দিনের আগে এই তদন্ত শুরু হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে ভূপৃষ্ঠের নীচে মন্থনগুলি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি চার মাত্রার মার্সকম্পন রেকর্ড করেছিল। বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের তথ্যে আকস্মিক লাফ একটি উল্টা স্ট্রাইকের কারণে হয়েছিল। নাসা মহাজাগতিক অন্বেষণ অভিযান শুরু করার পর থেকে মঙ্গল গ্রহে সবথেকে বড় উল্কা দুর্ঘটনা বলে বিবেচিত হচ্ছে। গত বছর উচ্চ-গতির ব্যারেজগুলি মঙ্গল গ্রহজুড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার ভূমিকম্পের তরঙ্গ প্রেরণ করেছিল। এটি প্রথম অন্য গ্রহের পৃষ্ঠের কাছে শনাক্ত করা হয়েছিল এবং প্রায় ৫০০ ফুট জুড়ে গর্ত তৈরি করেছিল।

এই গবেষণার ফলাফল সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। উল্কা থেকে গর্তটি তৈরি হয়েছিল, তা ছিল ১৬ থেকে ৩৯ ফুটের। উল্কাটি যথেষ্ট ছোটো ছিল। এর প্রভাবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পুড়ে যেত। তবে মঙ্গলের পাতলা বায়ুমণ্ডল নয়। কারণ আমাদের গ্রহের মাত্র ১ শতাংশ ঘনত্ব রয়েছে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে। দুর্ঘটনাটি অ্যামাজোনিস প্ল্যানেটিয়া নামক একটি অঞ্চলে ঘটেছিল। এবং গর্তটি প্রায় ৭০ ফুট গভীর হয়েছিল।

সান ডিয়েগোতে মালিন স্পেস সায়েন্স সিস্টেমের সহ-লেখক লিলিয়া পরিওলোভা বলেছেন, গর্তগুলির ছবি আরও বড় হতে পারত। কিন্তু ওই ছবির সঙ্গে ভূমিকম্পের লহর মেলানো হয়েছে। এই ইভেন্টে নথিভুক্ত করা ছবি এবং

সিসমিক ডেটা-সহ সৌরজগতের যে কোনও স্থান গঠনে প্রত্যক্ষ করা বৃহত্তম গর্তগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়। লাল গ্রহে অনেক বড় গর্ত বিদ্যমান। তবে তারা উল্লেখ যোগ্যভাবে পুরানো এবং যে কোনও স্থান গঠনের প্রত্যক্ষ করা বৃহত্তম গর্তগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়। লাল গ্রহে অনেক বড় গর্ত বিদ্যমান। তবে কারা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে পুরানো এবং যেকোনও মঙ্গল মিশনের পূর্ববর্তী। এই আকারের একটি নতুন প্রভাব খুঁজে পাওয়া অভূতপূর্ব। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। গত মাসে একটি পৃথক গবেষণা একই ল্যান্ডার এবং অরবিটার থেকে ডেটা ব্যবহার করে ইনসাইটের কাছাকাছি ছোটো গর্তের সঙ্গে ছোটো মঙ্গলগ্রহের উল্কাপিণ্ডের প্রভাবগুলি নিরীক্ষণ করা হয়েছিল। ইনসাইট যখন তার মিশন শেষের কাছাকাছি চলে আসে, তখন শক্তি হ্রাস হওয়ার কারণে এর সৌর প্যানেলগুলি ঝুলিঝড় দ্বারা আবৃত হয়। ইনসাইট ২০১৮ সালে মঙ্গল গ্রহের নিরক্ষীয় সমভূমিতে অবতরণ করেছিল। এবং তখন থেকে ১৩০০টিরও বেশি মার্স্কম্প রেকর্ড করেছে।

‘এবার আমি নীরব হব’

মঙ্গল গ্রহ থেকে বার্তা এল পৃথিবীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুদূর মঙ্গল থেকে বার্তা এল পৃথিবীতে! বার্তা এল- সেই দিন এসে গিয়েছে, আমার এবার নীরব হওয়ার পালা। আমি এবার নীরব হব। মঙ্গল গ্রহে ইনসাইট ল্যান্ডার শ্বাস নিতে পারছে না। শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে ইনসাইট ল্যান্ডার। কারণ লাল গ্রহে তার আয়ু শেষ হতে চলেছে। তাই যাওয়ার আগে মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার থেকে এল বিদায়-বার্তা। নাসার মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার মহাকাশ যানটি দীর্ঘ সময় মঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঙ্গল থেকে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলে মিশনের শেষের দিকে শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে মহাকাশযানটি। শেষ বার্তায় মার্স ইনসাইট ল্যান্ডার বলেছে, সেদিন আসছে, যখন আমি নীরব হয়ে পড়ব। লাল গ্রহের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাও থাকবে না। আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি তা নিশ্চয় বিজ্ঞানীদের সহায়তা করেছে। আমি যা কিছু সংগ্রহ করেছি, তা-ই প্রেরণ করেছি। ইনসাইটের এই বার্তা টুইটে জানানোর পর প্রকৌশলীরা বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। ধুলোর আচ্ছাদনে নাসার মহাকাশযানটি সৌরচালিত ব্যাটারিটি রিচার্জ করতে অক্ষম হয়েছে। ফলে এটির মিশন শেষ হচ্ছে। সৌর প্যানেল থেকে ধূলিকণা অপসারণ করতেও ব্যর্থ হয়েছেন নাসার প্রকৌশলীরা। এর ফলে মহাকাশযানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। যদিও নাসা যতক্ষণ সম্ভব তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে চালানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে সব চেষ্টা ব্যর্থ করে আগামী সপ্তাহেই শেষ হচ্ছে ইনসাইট ল্যান্ডারের পথ চলা। ২০১৮ সালের নভেম্বরে ল্যান্ডারটি মঙ্গলের মাটি ছুঁয়েছিল। এতদিনে ১৩০০-রও বেশি মার্স-কম্পন শনাক্ত করেছে। ওই কম্পনগুলি ৫ মাত্রারও বেশি ছিল। মঙ্গল গ্রহে একটি উল্কা আঘাতের অবস্থান নির্ণয় করতে সম্প্রতি মার্স রিকনাইসেন্স অরবিটারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি হাত মিলিয়েছিল। ইনসাইট টিম এই বছরের শুরুর দিকে লক্ষ্য করে ল্যান্ডার দ্রুত শক্তি হ্রাস করছে। ফলে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে পড়ে। ইনসাইট টিম এই বছরের শুরুর দিকে শক্তি দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় সিসমোমিটা চালু রাখার জন্য অন্য সমস্ত যন্ত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এমনকী ফল্ট সুরক্ষা সিস্টেমটি বন্ধ করে দেয়, যা অন্যথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিসমোমিটারটি বন্ধ করে দেয়, যা অন্যথায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিসমোমিটারটি বন্ধ করে দিতে পারত। নাসা বলেছে যে, যখন ইনসাইট মঙ্গল গ্রহে প্রদক্ষিণকারী মহাকাশযানের সঙ্গে পরপর দুটি যোগাযোগ মিশন মিস করবে, তখনই মিশনটি শেষ বলে ঘোষণা করবে।

স্কোয়াশে ইতিহাস সৌরভদের

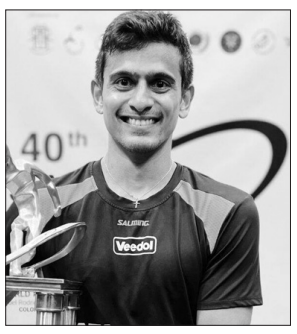

নিজস্ব প্রতিনিধি: কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের স্কোয়াশ খেলোয়াড়দের দারুণ পারফরম্যান্স দেখা গিয়েছিল। পদক জিতেছিলেন সৌরভ ঘোষাল। এবার সৌরভের নেতৃত্বে বিদেশের মাটিতে তেরঙা ওড়াল ভারতের স্কোয়াশ টিম

বাঙালি স্কোয়াশ খেলোয়াড় সৌরভ ঘোষালের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় ইতিহাস গড়ল দেশের পুরুষ স্কোয়াশ টিম। দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ংজুতে অনুষ্ঠিত ২১তম এশিয়ান স্কোয়াশ টিম চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতল ভারত। এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপ স্কোয়াশে এটাই ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক জয়। শুক্রবার ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল কুয়েত। বিপক্ষকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় ভারতের পুরুষ স্কোয়াশ টিম।

ফাইনাল জিততে নিজেদের উজাড় করে দিলেন সৌরভ ঘোষাল, রমিত ট্যান্ডনরা। ফাইনালের লড়াইয়ে দুই স্কোয়াশ খেলোয়াড়ের পারফরম্যান্স অনবদ্য। টাইয়ের প্রথম সিঙ্গলস ম্যাচ জিতে ভারতকে লিড এনে দেন রমিত ট্যান্ডন। কুয়েতের আলি আরামেজিকে ১১-৫, ১১-৭, ১১-৪ ব্যবধানে উড়িয়ে দেন রমিত। ম্যাচ জিতে ভারতের জয় নিশ্চিত করেন সৌরভ ঘোষাল। সৌরভের প্রতিপক্ষ ছিলেন আম্মার আলতামামি। ১১-৯, ১১-২, ১১-৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন সৌরভ। টাইয়ের তৃতীয় ম্যাচ অভয় সিং এবং ফলাহ মহম্মদের মধ্যে ম্যাচটি খেলা হয়নি। কারণ সৌরভ ও রমিতের ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেন। প্রথম দুটি ম্যাচ জিতেই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়েই গিয়েছিল।

বাজির দরে এগিয়ে ব্রাজিল

সুপার কম্পিউটার বলছে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা, নেই ফিরমিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাতার বিশ্বকাপ যতই এগিয়ে আসছে বাড়ছে জল্পনা-কল্পনা। কে জিতবে বিশ্বকাপ শিরোপা, কার হাতে উঠবে সোনার বুট-বল, সেসব নিয়েই শুরু হয়েছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। কয় দিন আগে যেমন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি যেমন নিজের ফেবারিট হিসেবে ব্রাজিল ও ফ্রান্সের নাম বলেছেন, বাজির দরও মেসিকেই সমর্থন দিচ্ছে।

তবে মেসি ও বাজির দরের সঙ্গে একমত নয় প্রযুক্তি। এক সুপার কম্পিউটারের হিসাব-নিকাশ বলছে, এবার বিশ্বকাপ জিততে পারে আর্জেন্টিনাই। এমনকী ফাইনালে আর্জেন্টিনা কাদের হারাবে তাও জানিয়ে দিয়েছে ওই সুপার কম্পিউটার।

আর্জেন্টাইন সমর্থকদের ‘সুসংবাদ’ দেওয়ার গবেষণাটি করেছে কানাডাভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিসিএ। ২০ বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা জানিয়েছে তারা।

সুপার কম্পিউটারটি এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে আরও একটি চমকপ্রদ মন্তব্য জুড়ে দিয়েছে। সেটি হল আগামী ১৮ ডিসেম্বর বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা পেনাল্টি শুটআউটে হারাবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশ পর্তুগালকে। বিসিএ নিজেদের এই গবেষণার নাম দিয়েছে, ‘দ্য মোস্ট ইমপর্টেন্ট অব অল আনইমপর্টেন্ট ফোরকাস্ট সেকেন্ড এডিশন ২০২২ ওয়ার্ল্ড কাপ।’ যেখানে গত পাঁচ বিশ্বকাপের সবগুলো ম্যাচের সঙ্গে ইএ স্পোর্টসের ফিফা ভিডিও গেমের তথ্যকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। তবে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জেতার পথটা খুব সহজ হবে না বলেও মন্তব্য করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সেখানে বলা হয়েছে, নকআউট পর্বে আর্জেন্টিনাকে অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। যেখানে রোমাঞ্চকর ফাইনালে তারা হারাবে পর্তুগালকে। এই গবেষণা মতে সেমিফাইনালেই থামবে ব্রাজিলের দৌড়। মেসিদের কাছেই শেষ চারে হারবেন নেইমারের দেশ।

২৬ সদস্যের ব্রাজিল দল

গোলরক্ষক

আলিসন, এদেরসন, ওয়েভেরতন।

ডিফেন্ডার

অ্যালেক্স সান্দ্রো, অ্যালেক্স তেলেস, দানি আলভেস, দানিলো, থিয়াগো সিলভা, মার্কিনিওস, এদের মিলিতাও, ব্রেমের।

মিডফিল্ডার

কাসেমিরো, ফাবিনিও, ফ্রেদ, ব্রুনো গিমারেস, লুকাস পাকেতা, এভারতন রিভেইরো ।

ফরোয়ার্ড

নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনহা, আন্তনি, রদ্রিগো, গ্যাব্রিয়েল জেসুস, রিচার্লিসন, পেদ্রো, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি।

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাতার বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। লাতিন পরাশক্তিদের বিশ্বকাপ দলে বড় চমক রবার্তো ফিরমিনোর বাদ পড়া। চলতি মৌসুমে লিভারপুলের এই তারকা খেলোয়াড় ছন্দে থাকলেও তাঁকে দলে রাখেননি তিতে। ফিরমিনোর বাদ পড়া ছাড়া ব্রাজিল দলে আর তেমন কোনও বড় চমক নেই। চোটে পড়ে আগেই দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ফিলিপ্পে কুটিনহোও।

ষষ্ঠ শিরোপায় চোখ রেখে ২৪ নভেম্বর সার্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে নিজেদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ব্রাজিল। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের আরেকটি বিশ্বকাপের অপেক্ষার ২০ বছর হতে চলল। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপিয়ানদের দাপটে খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি সেলেসাওরা। ২০১৪ সালে নিজ দেশের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলায় ২০০২ সালের পর ব্রাজিলের সর্বোচ্চ অর্জন।

সেই অচলায়তন ভাঙতে এবার তিতের অধীনে শক্তিশালী দল নিয়েই কাতার যাবে ব্রাজিল। লক্ষ্য একটাই, বিশ্বকাপ। শিরোপা ছাড়া অন্য যেকোনো অর্জনই যে ব্রাজিলের জন্য ব্যর্থতা। সে লক্ষ্যে নিজের পছন্দের খেলোয়াড়দের নিয়ে দল সাজিয়েছেন তিতে। তারকাখ্যাতি থাকার পরও বিবেচনা করা হয়নি ফিরমিনোকে।

আর্জেন্টিনার ৩১ জনের দলে কারা কারা আছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাতার বিশ্বকাপের জন্য আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দলে ছিলেন ৪৬ ফুটবলার। ১৫ জন কমিয়ে সেই দল এবার ৩১ জনে নামিয়ে এনেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। ১৪ নভেম্বর আরও ৫ জন বাদ দিয়ে ২৬ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হবে।

২০ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ২২ নভেম্বর, প্রতিপক্ষ সৌদি আরব। ফিফার বিধি অনুযায়ী, প্রথম ম্যাচের এক সপ্তাহ আগে খেলোয়াড় তালিকা চূড়ান্ত করার সুযোগ পাবে দলগুলো। কয়েকজন খেলোয়াড়ের জন্য অপেক্ষা করতে শেষ সময়ের সুযোগটি নিচ্ছেন আর্জেন্টাইন কোচ স্কালোনি।

মূলত কয়েকজনের ছোটখাটো চোট এবং ডিফেন্ডার ৯ জনের বদলে ৮ জন নিয়ে একজন বাড়তি মিডফিল্ডার বা ফরোয়ার্ড যোগ করবেন কি না;এই সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিচ্ছেন আর্জেন্টাইন কোচ। এরই মধ্যে গতকালই বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিশ্বকাপ দলে থাকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অভিযান শুরু হবে ২২ নভেম্বর সৌদি আরবের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। ‘সি’ গ্রুপে দলটির অপর দুই প্রতিপক্ষ মেক্সিকো (২৬ নভেম্বর) ও পোল্যান্ড (৩০ নভেম্বর)।

যাঁরা আছেন ৩১ জনের দলে

গোলরক্ষক

এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, হেরেনিমো রুলি, ফ্রাঙ্কো আরমানি, হুয়ান মুসো

ডিফেন্ডার

নাহুয়েল মোলিনা, গঞ্জালো মন্তিয়েল, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, হেরমান পেসেলা, নিকোলাস ওতামেন্দি, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, মার্কোস অ্যাকুনা, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, হুয়ান ফয়েত, ফাকুন্দো মেদিনা

মিডফিল্ডার

রদ্রিগো দি পল, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, জোভান্নি লো সেলসো, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, গুইদো রদ্রিগেজ, আলেহান্দ্রো গোমেজ, এনজো ফার্নান্দেজ, এজেকিয়েল পালাসিওস

ফরোয়ার্ড

থিয়াগো আলমাদা, লিওনেল মেসি, লাউতারো মার্তিনেজ, অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া, হুলিয়ান আলভারেজ, পাওলো দিবালা, অ্যাঞ্জেল কোরেয়া, হোয়াকিন কোরেয়া ও নিকোলাস গঞ্জালেস।

আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হলেই আইএসএলে বদলে গেল ভারতীয় ফুটবলের নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি: আই লিগ বিজয়ী দল পরের বছর থেকে সরাসরি আইএসএলে খেলার সুযোগ পাবে। আগামী ১২ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে আই লিগ। বাংলা থেকে মহমেডান স্পোর্টিং এ বারের আই লিগে খেলবে। তারা চ্যাম্পিয়ন হলে, পরের মরশুম থেকে আইএসএল খেলতে পারবে।

আইএসএলে অংশ নিতে হলে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে শুধু। এ রকমটাই এ বার থেকে হতে চলেছে। বদলাতে চলেছে ভারতীয় ফুটবলের নিয়ম। এ বার থেকে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন টিম খেলবে আইএসএলে। আই লিগ বিজয়ী দল পরের বছর থেকে সরাসরি আইএসএলে খেলার সুযোগ পাবে। এ কথা জানিয়ে দিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সাধারণ সচিব শাজি প্রভাকরণ। আগামী ১২ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে আই লিগ। বাংলা থেকে মহমেডান স্পোর্টিং এ বারের আই লিগে খেলবে।

২০১৯ সালে এএফসি এবং এআইএফএফের যে রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে, সেই অনুযায়ী ২০২২-২৩ মরশুমের আই লিগ জয়ী দল সরাসরি ২০২৩-২৪ আইএসএলে খেলার সুযোগ পাবে। যদিও এই বছর আইএসএলে অবনমন হচ্ছে না। কিন্তু প্রোমোশন চালু অবনমনের নিয়মও চালু হবেই। ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে একটি টুইট করে পরিষ্কার করে দিয়েছেন এই বিষয়টি। তিনি লিখেছেন, ‘২০২২-২৩ মরশুমের শুরুতে এআইএফএফ এবং এএফসি-এর মধ্যে যে রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে, সেটা অনুসারে হিরো আই-লিগের বিজয়ীরা ২০২৩-২৪ মরশুমে আইএসএলে-এ খেলবে। হওয়ার সুযোগ পাবে।’

তিন বছর আগে এএফসি এবং এআইএফএফের যৌথ রোডম্যাপেই বলা হয়েছিল, আই লিগের দল সরাসরি আইএসএলে খেলবে। সেই রোডম্যাপের কথা মনে করিয়ে শাজি বলেন, ‘পরের বার আই লিগের বিজয়ী দল আইএসএল খেলবে। তবে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে তাদের। আই লিগ জয়ী দলকে আইএসএলে অংশগ্রহণের জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না। যেহেতু আইএসএলের সমস্ত ক্লাবের লাইসেন্সিং করা রয়েছে, তাই আই লিগের ক্লাবকেও তাই করতে হবে।’

প্যারিস মাস্টার্সে জকোভিচকে হারিয়ে চমক রুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস মাস্টার্সে অঘটন। ডেনমার্কের টিনএজার টেনিস তারকা হোলগার রুনের কাছে ফাইনালে হেরে গেলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। তিন সেটের লড়াইয়ে জোকারকে ৩-৬, ৬-৩, ৭-৫ ব্যবধানে হারালেন বছর ১৯ এর ড্যানিশ তরুণ তারকা। বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেনিস তারকা জকোভিচকে প্যারিস মাস্টার্সে হারিয়ে এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বরে ঢুকে পড়েছেন হোলগার। এটি তাঁর কেরিয়ারের সেরা র‍্যাঙ্কিং। রুনেই প্রথম ড্যানিশ টেনিস প্লেয়ার যিনি, এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের ১০ নম্বরে ঢুকেছেন। ৬ ফুট ২ ইঞ্চির বছর ১৯-এর হোলগার রুনে মাত্র ছয় বছর বয়সে টেনিস খেলা শুরু করেন। বোন আলমার সঙ্গে খেলার জন্যই র‍্যাকেট হাতে তুলে নিয়েছিলেন রুন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে পেশাদার টেনিস দুনিয়ায় প্রবেশ। জুনিয়র স্তরেও রুনে পেয়েছেন একাধিক সাফল্য। সিনিয়র স্তরেও ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন তিনি। এক সপ্তাহের মধ্যে পর পর হুবার্ট হুরকাজ, আন্দ্রে রুবেলভ, কার্লোস আলকারাজ এবং ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমকে হারানোর পর ফাইনালের লড়াইয়ে নোভাক জকোভিচকে হারিয়ে তৃপ্ত রুনে।

PATAKA

A COMPLETE CARE
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

পতাকা
চা

আমারই মতো
আমার
পতাকা

গজব কা স্বাদ

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 7 Issue:50, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111